সালাত পড়ি বুঝে বুঝে

[অনুবাদ ও শব্দার্থসহ সালাতে পঠিত সূরা, দুআ', তাসবীহ, দৈনন্দিন জীবনের জরুরী দোয়াসমূহ, ইতিক্বাফ, ইস্তিখারা ও তাহাজ্জুদ সালাত]

ডা. এস. এম. রেজাউল করিম মারুফ

কুরআন লার্নিং সেন্টার
Quran Learning Center

বহুল ব্যবহৃত যে সকল শব্দ/হরফ কুরআনের অর্থ বুঝতে ও এই বইটি সহজ করবে

نَحْنُ আমরা	اَنَا আমি	اَنْتُمْ তোমরা	اَنْتِ তুমি (ম.)	اَنْتَ তুমি (পু.)	هُمْ তারা (পু.)	هُوَ সে (পু.)
نَا আমাদের	نِىْ আমাকে	ىَ আমার	كُمْ তোমাদের	كَ তোমার	هُمْ তাদের	هُ তার/তাকে
لَ-لِ জন্য	رَبُّنَا আমাদের রব	رَبِّىْ আমার রব	رَبُّكُمْ তোমাদের রব	رَبُّكَ তোমার রব	رَبُّهُمْ তাদের রব	رَبُّهُ তার রব (প্রতিপালক)
مَعَ.بِ সাথে, দ্বারা	اِنْ.لَوْ যদি	عَنْ থেকে	اِنَّ.قَدْ.لَ নিশ্চয়	عَلٰى উপরে	اَنْ.اَنَّ যে	مِنْ থেকে, হতে
ذٰلِكَ ঐটি	هٰؤُلَآءِ এগুলি	هٰذَا এইটি	لَا না, নয়	اِلٰى প্রতি, দিকে	فِىْ মধ্যে	عِنْدَ নিকটে
يَا.يَاَيُّهَا হে, ওহে	ثُمَّ.فَ অতঃপর	اِلَّا ব্যতীত, তবে	مَا যা, না	اَلْ টি, টা The অর্থে	وَ এবং	اُولٰٓئِكَ ঐগুলি
كَ মত	وَ.تَ শপথ অর্থে	حَتّٰى যতক্ষণ না	مَنْ কে, যে	مَا যা	مَا কী?	اَ.هَلْ কি?
تَحْتَ নীচে	بَعْدُ পরে	قَبْلُ পূর্বে	كَمْ কত	اِذْ.اِذَا যখন	مَتٰى.اَيَّانَ কখন	كَمَا যেমন
لَعَلَّ সম্ভবত	لٰكِنَّ কিন্তু	اَلَّذِيْنَ যারা	اَلَّذِىْ.اَلَّتِىْ যে	كَيْفَ কেমন	فَوْقَ উপরে	خَلْفَ পিছনে
لَيْتَ হায়! .	كَاَنَّ যেন	عَسٰى সম্ভবত	لَيْسَ না, নয়	سَ.سَوْفَ শীঘ্রই	لَمْ.لَمَّا না	لَنْ কিছুতেই না

(আরবী উচ্চারণ সহ)

সালাত পড়ি বুঝে বুঝে

(৩০ দিনে সালাত বুঝি)

সতর্কতাঃ আরবীর বাংলা উচ্চারণ সহীহ-শুদ্ধ হয় না। শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত ও সালাত পড়ার স্বার্থে সবাইকে সহীহ তিলাওয়াত শেখার বিনীত অনুরোধ রইল।

কপিরাইট © সংকলক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN : 978-984-33-9983-0-0

সংকলনে

ডাঃ এস.এম. রেজাউল করিম মারুফ

এম.বি.বি.এস (রাজ), এম.এস (পেডিয়াট্রিক সার্জারি)

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, শিশু সার্জারি বিভাগ

আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মগবাজার, ঢাকা।

চেয়ারম্যান, কুরআন লার্নিং সেন্টার, মোবাইল- 01704 69 86 55

সার্বিক সহযোগিতায়

বুরহান উদ্দিন

মুফ্‌তি ও মুফাস্‌সির, দাওরা (দেওবন্দ, ভারত)

মোঃ আব্দুশ্ শাকুর

কামিল, হাদীস (প্রথম শ্রেণি), বি.এ (অনার্স), এম.এ

(কুরআনিক সাইন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ)

আই. আই. ইউ. সি. চট্টগ্রাম, এম. ফিল. গবেষক, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রকাশক

ডাঃ মোঃ রাশেদুল হক

এম.বি.বি.এস, এফ.সি.পি.এস.

সহযোগী অধ্যাপক, শিশু বিভাগ

সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ, সিলেট।

সেক্রেটারি, কুরআন লার্নিং সেন্টার, মোবাইল- 01712-589131

প্রকাশনায়

কুরআন লার্নিং সেন্টার

দ্বিতীয় সংস্করণঃ- ডিসেম্বর ২০১৫

মূল্যঃ- ৩৫/- (পয়ত্রিশ টাকা)

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান

মুদ্রণে

রংধনু প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

কুদরত উল্লাহ্ (মসজিদ কমপ্লেক্স), বন্দর বাজার, সিলেট

মোবাঃ 01747 10 30 74, 01737 38 37 30

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
* পর্ব-১ আযান	০১
* পর্ব-২ আযান শেষে দোয়া	০২
* পর্ব-৩ অজুর শুরুতে, শেষে দোয়া	৩-৪
* পর্ব-৪ মসজিদে প্রবেশ ও বের হবার দোয়া	০৫
* পর্ব-৫ তাকবীরে তাহ্‌রিমা, ছানা	০৬
* পর্ব-৬ তা'আউজ ও তাছমিয়া	০৮
* পর্ব-৭ সূরা ফাতিহা	০৯
* পর্ব-৮ সূরা মাউন	১১
* পর্ব-৯ রুকুতে যাওয়ার ও রুকুর তাসবীহ্	১২
* পর্ব-১০ রুকু থেকে দাঁড়ানোর ও দাঁড়িয়ে তাসবীহ্	১৩
* পর্ব-১১ সিজদার তাসবীহ্ দুই সিজদার মাঝের তাসবীহ্	১৫
* পর্ব-১২ তাশাহ্‌হুদ	১৭
* পর্ব-১৩ দরূদ শরীফ	১৮
* পর্ব-১৪ দোয়ায়ে মাছুরা	২০-২১
* পর্ব-১৫ দোয়ায়ে কুনুত	২২-২৪
* পর্ব-১৬ সূরা ফীল	২৬
* পর্ব-১৭ সূরা কুরাইশ	২৮
* পর্ব-১৮ সূরা আল কাউসার	২৯
* পর্ব-১৯ সূরা কাফিরূন	২৯
* পর্ব-২০ সূরা আন নাসর	৩১
* পর্ব-২১ সূরা লাহাব	৩২
* পর্ব-২২ সূরা ইখলাস ও আসর	৩৩
* পর্ব-২৩ সূরা ফালাক্ব	৩৫
* পর্ব-২৪ সূরা নাস	৩৬
* পর্ব-২৫ জানাযার সালাত	৩৭
* পর্ব-২৬ মৃত বালকের জানাযার দোয়া	৩৯
মৃত বালিকার জানাযার দোয়া	৪০
* পর্ব-২৭ ফরজ সালাত শেষে তাসবীহ্ ও দোয়া	৪১
* পর্ব-২৮ আরো পড়তেন	৪২
* পর্ব-২৯ প্রয়োজনীয় মোনাজাত	৪৪
* পর্ব-৩০ পরিবার-পরিজনের জন্য দোয়া	৪৬

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দোয়া সমূহ	পৃষ্ঠা নং
* খাবার সামনে এলে, খাবার শুরুতে	৪৯
* অথবা প্রথমে বলতে ভুলে গেলে	৫০
* খাওয়া শেষে দোয়া	৫০
* ইফতারের দোয়া, কবর যিয়ারতের দোয়া	৫১
* বাড়ি থেকে বের হবার দোয়া	৫২
* বাড়িতে প্রবেশের দোয়া	৫৪
* সফরে বের হওয়ার দোয়া	৫৫
* যানবাহনে উঠার দোয়া	৫৬
* নৌযানে আরোহনের দোয়া	৫৭
* যানবাহন থেকে নামার দোয়া, কাপড় পরিধানের দোয়া	৫৮
* ঘুমানোর পূর্বের দোয়া	৫৯
* ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দোয়া, পায়খানায় প্রবেশের দোয়া	৬০
* পায়খানা হতে বের হবার দোয়া	৬১
* হাঁচির জবাবে	৬২
* কাজের শুরুতে দোয়া, কাউকে সালাম দিতে	৬৩
* ভবিষ্যতে কোন কাজের ইচ্ছা প্রকাশে	৬৪
* আল্লাহর নিয়ামতের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে, ভাল উদ্দ্যোগে, ধন্যবাদ জ্ঞাপনে	৬৫
* বিদায়ের সময়, ধৈর্য্য ধারণে, আল্লাহর নাফরমানী দেখলে	৬৬
* বিপদে বা মৃত্যু সংবাদ শুনে	৬৭
* পরিশিষ্ট-১ ইস্তিখারা (কল্যাণ কামনা)	৬৭
* ইস্তিখারা করার নিয়ম	৬৮
* ইস্তিখারার ফলাফল	৭০
* পরিশিষ্ট-২ ই'তিকাফ	৭১
* পরিশিষ্ট-৩ তাহাজ্জুদ	৭২
* সালাতে তাহাজ্জুদের নিয়ম	৭৩
* আয়াতুল কুর্‌সী	৭৪

আমাদের কথা

আল্লাহ্ বলেন, "এবং আমাকে স্মরণ কারার জন্য সালাত কায়েম করো"। সূরা ত্বাহা-১৪। আল্লাহ্ আরো বলেন "নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত।" সূরা মুমিনুন ১-২। আল্লাহ্ আরো বলেন, (হে নবী) তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তিলাওয়াত করো এবং সালাত কায়েম করো নিশ্চিতভাবেই সালাত (মানুষকে) অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত-৪৫)। উপরে উদ্ধৃত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথমটিতে আল্লাহ্ বলেছেন তাঁকে (আল্লাহকে) স্মরণ করার জন্য সালাত প্রতিষ্ঠিত (কায়েম) করতে। কিন্তু আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্কে কতটুকু স্মরণ করি? আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, ক্ষেত-কৃষি, পরিবারের সমস্যা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকি। তাহলে আল্লাহ্কে স্মরণের জন্য সালাত কায়েমের আল্লাহ্র আহবান কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে? সূরা মু'মিনুনে আল্লাহ্ সফলকাম মুমিনের বৈশিষ্ট্য বলেছেন 'সালাতে তারা বিনয়াবনত'। একজন মানুষ যখন তার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান, সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সামনে যায়, তখন সে স্বাভাবিক ভাবেই বিনয়ে নত হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা মহাপরাক্রমশালী, মহাসম্মানিত, অতীব মর্যাদাবান আল্লাহ্র সামনে সালাতে দাঁড়িয়ে কতটা বিনয়াবনত? আমরা সালাত পড়ি আর আমাদের মন পড়ে থাকে অন্য জায়গায়। সূরা আনকাবুতে আল্লাহ্ নিশ্চয়তা দিয়েই বলেছেন, সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু বাস্তব চিত্র কি? লক্ষ কোটি মুসলিম প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করছে এবং ঠিক সালাত আদায় করেই অশ্লীলতা অন্যায়ে (কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে) লিপ্ত হচ্ছে। তাহলে আমরা দেখছি উপরে বর্ণিত আল্লাহ্র আয়াত সমূহের কোনটিই আজ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কেন এমনটি হচ্ছে? আল্লাহ্র কালামতো ১০০% সঠিক। তাহলে আমাদের জীবনে সালাতের কোন প্রভাব পড়ছেনা কেন? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, সালাতের প্রতিটি বিষয় যেমন কিয়াম (দাঁড়ানো), কেরাত (তিলাওয়াত), বিভিন্ন তাসবীহ্, দোয়া, রুকু, সিজদাহ্, বৈঠক ইত্যাদিতে মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য এমন শিক্ষার ব্যবস্থা রেখেছেন যা আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করে দিবে, কিন্তু আমরা অধিকাংশ মুসলিম তা জানি না।

please keep me in your prayer-pdf maker

আমরা জানিনা সালাতে দাঁড়িয়ে আমরা কি পড়ি, কুরাআন তিলাওয়াতে কি বলা হচ্ছে, রুকু সিজদায় কি পড়া হচ্ছে, সালাতের বৈঠকে বসে কি পড়া হচ্ছে, এমনকি আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাতে কি বলছি তাও আমরা জানিনা। যার ফলে এ সালাতে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারছিনা, সালাতের মধ্যে কোন বিনয় সৃষ্টি হচ্ছে না এবং আমাদের জীবন থেকে অন্যায় অশ্লীলতা দূর করতে পারছি না, এক কথায় সালাত আমাদের জীবনে কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না। যে সালাত আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলতে অক্ষম তা যে আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হচ্ছেনা তা বোঝাই যায়। সুতরাং সালাতের প্রতিটি বিষয় সহীহ্‌ভাবে জেনে বুঝে পড়লে সালাত পরিপূর্ণ হবে, পরিশুদ্ধ হবে, আমাদের জীবনে সালাতের প্রভাব পড়বে এবং তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে। এই সালাত-ই কেবল আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে।

এই বইটি সংকলনের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনকে আরবী ভাষায় বুঝতে সহযোগিতা করা। আমরা সালাতে যা পড়ি, সূরা ফাতিহা, আরো কিছু সূরা, দোয়া, তাসবীহ্, তাতে কুরআনে ব্যবহৃত প্রায় অর্ধেক শব্দ এসেছে । সুতরাং এই বইটির প্রতিটি বিষয় কেউ যদি আয়ত্ত করে, তাহলে সে দেখতে পাবে, কুরআনের প্রায় অর্ধেক শব্দ তার জানা হয়ে গেছে ।

উপরে বর্ণিত লক্ষ্য দুটিকে সামনে রেখেই আমাদের প্রচেষ্টার ফসল **"সালাত পড়ি বুঝে বুঝে"** বইটি। এতে আমরা আযান থেকে শুরু করে সালাতে পঠিত সকল বিষয়, ছানা থেকে দোয়ায়ে কুনুত পর্যন্ত এবং সালাম ফেরানোর পরের দোয়াসমূহ, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দোয়া এবং আল্লাহ্‌র কাছে যে সকল মোনাজাত সাধারণত আমরা করি তা অর্থ এবং শব্দার্থ সহ দিয়েছি। এ কাজে কয়েকজন ভাই আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্ যদি আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং সকল বাংলাভাষী মুসলিম ভাই-বোন যদি এ থেকে উপকৃত হন, তাহলে আমাদের এ প্রচেষ্টা সফল হবে। আল্লাহ্ আমাদের নেক নিয়তে করা এ প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন। আমীন!

ডাঃ এস.এম. রেজাউল করিম মারুফ
সংকলক

পর্ব-১ (১ম দিন)

আযান

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ- اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ . اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার (২বার)। আশ্‌হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ (২বার)। আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২বার) হাইয়্যা আলাস্‌ সালাহ্‌ (২বার)। হাইয়্যা আলাল ফালাহ (২বার)। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।

অর্থ : আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ। (৪বার) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (নিশ্চয়) আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ (মাবুদ) নেই। (২বার) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (নিশ্চয়) মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। (২বার) সালাতের দিকে এসো। (২বার) কল্যাণের দিকে এসো। (২বার) আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ (মাবুদ) নেই। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُ	اَكْبَرُ	اَشْهَدُ	اَنْ	لَّآ	اِلٰهَ
আল্লাহ্‌	সর্বশ্রেষ্ঠ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	যে (নিশ্চয়)	নেই	ইলাহ্‌ (মাবুদ)
اِلَّا	اَللّٰهُ	اَشْهَدُ	اَنَّ	مُحَمَّدًا	رَّسُوْلُ
ছাড়া	আল্লাহ্‌	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	যে (নিশ্চয়)	মুহাম্মদ (সাঃ)	রাসূল
اللّٰهِ	حَيَّ	عَلَى الصَّلٰوةِ	حَيَّ	عَلَى الْفَلَاحِ	
আল্লাহর	এসো	সালাতের দিকে	এসো	কল্যাণের দিকে	

ফজরের আযানে অতিরিক্ত শব্দ

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পরে বলতে হবে

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালাতু খাইরুম্ মিনান নাউম।

অর্থ: ঘুম হতে সালাত উত্তম। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

শাব্দিক অর্থ

اَلنَّوْمِ	مِّنَ	خَيْرٌ	اَلصَّلٰوةُ
ঘুম	হতে	উত্তম	নামায

ইকামতের অতিরিক্ত শব্দ

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পরে বলতে হবে

উচ্চারণ ঃ ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাহ্।

অর্থ : এই মাত্র সালাত দাঁড়িয়েছে।

শাব্দিক অর্থ

اَلصَّلٰوةُ	قَدْ قَامَتِ
সালাত	এই মাত্র দাঁড়িয়েছে

পর্ব-২ (২য় দিন)

আযান শেষে দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ. وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ. أٰتِ مُحَمَّدًا ۨالْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۨالَّذِىْ وَعَدْتَّهُ. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্ দাআ'ওয়াতিত্ তাম্মাহ্, ওয়াস্-সালাতিল্ ক্বা-ইমাহ্, আ-তি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াছীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ্, ওয়াবআ'ছ্হু মাক্বামাম্ মাহ্মূদানিল্ লাজী ওয়াআ'ত্তাহ্। ইন্নাকা লা-তুখলিফুল্ মীআ'দ।

অর্থ : হে আল্লাহ্, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভূ। মুহাম্মদ (সাঃ) কে অসিলা ও ফজিলত দান কর এবং তাঁকে সেই অঙ্গীকারকৃত প্রশংসিত স্থানে প্রেরণ কর, যা তুমি অঙ্গীকার করেছ। নিশ্চয় তুমি ভঙ্গ কর না অঙ্গীকার। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী)

শাব্দিক অর্থ

وَ	التَّامَّةِ	الدَّعْوَةِ	هٰذِهِ	رَبَّ	اَللّٰهُمَّ
এবং	পরিপূর্ণ	আহ্বানের	এই	রব্ (প্রভূ)	হে আল্লাহ
وَ	الْوَسِيْلَةَ	مُحَمَّدًا	أٰتِ	الْقَائِمَةِ	الصَّلٰوةِ
এবং	অসিলা	মুহাম্মদ (সাঃ) কে	দান কর	প্রতিষ্ঠিত	সালাত
وَعَدْتَّهٗ	الَّذِىْ	مَّحْمُوْدًا	مَقَامًا	وَابْعَثْهُ	الْفَضِيْلَةَ
তুমি অঙ্গীকার করেছ তাঁকে	যা	প্রশংসিত	স্থানে	তাঁকে প্রেরণ কর	ফজিলত
الْمِيْعَادَ		لَا تُخْلِفُ		إِنَّكَ	
অঙ্গীকার		ভঙ্গ কর না		নিশ্চয় তুমি	

পর্ব-৩ (৩য় দিন)

অযুর শুরুতে দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি

অর্থ : আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। - (আবু দাউদ)

শাব্দিক অর্থ

بِسْمِ	اللّٰهِ
নামে	আল্লাহর

অযুর শেষে দোয়া

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন; তোমাদের মধ্যে যে ভালভাবে ওযু করবে অতঃপর এই দোয়াটি পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খোলা থাকবে। সে যে দরজা দিয়ে চাইবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। -তিরমিযী

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ আশ্‌হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজ আ'লনী মিনাত্ তাউওয়াবীনা ওয়াজ আ'লনী মিনাল মুতাত্বাহ্ হিরীন।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (নিশ্চয়) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি এক এবং একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (নিশ্চয়) মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর। - (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত)

শাব্দিক অর্থ

اَشْهَدُ	اَنْ	لَّآ	اِلٰهَ	اِلَّا	اَللّٰهُ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	যে (নিশ্চয়)	নেই	ইলাহ (মাবুদ)	ছাড়া	আল্লাহ্
وَحْدَهٗ	لَا شَرِيْكَ	لَهٗ	وَاَشْهَدُ	اَنَّ	مُحَمَّدًا
তিনি এক এবং একক	(কোন) শরীক নেই	তাঁর	এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	যে (নিশ্চয়)	মুহাম্মদ (সাঃ)
عَبْدُهٗ	وَرَسُوْلُهٗ	اَللّٰهُمَّ	اجْعَلْنِىْ	مِنَ	التَّوَّابِيْنَ
তাঁর বান্দা	ও তাঁর রাসূল (সাঃ)	হে আল্লাহ্	আমাকে বানাও	মধ্যে	তওবা-কারীদের

وَاجْعَلْنِىْ	مِنَ	الْمُتَطَهِّرِيْنَ
এবং আমাকে বানাও	মধ্যে	পবিত্রতা অর্জনকারীদের

পর্ব-৪ (৪র্থ দিন)

মসজিদে প্রবেশের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়াছ্ ছালাতু ওয়াস্ সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহী, আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিক।

অর্থ : আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি) এবং সকল দুরূদ ও সকল সালাম আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর উপর বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ্, আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও। (মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

بِسْمِ اللّٰهِ	وَالصَّلٰوةُ	وَالسَّلَامُ	عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
আল্লাহর নামে	এবং সকল দুরূদ	এবং সকল সালাম	আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর উপর (বর্ষিত হোক)

اَللّٰهُمَّ	افْتَحْ	لِىْ	اَبْوَابَ	رَحْمَتِكَ
হে আল্লাহ্	খুলে দাও	আমার জন্য	দরজা সমূহ	তোমার রহমতের

মসজিদ থেকে বের হবার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়াছ্ ছালাতু ওয়াস্ সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহী, আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্ ফাদ্‌লিক।

অর্থ : আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি) এবং সকল দুরূদ ও সকল সালাম আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর উপর বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ্, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রর্থনা করছি। (মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

بِسْمِ اللّٰهِ	وَالصَّلٰوةُ	وَالسَّلَامُ	عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
আল্লাহর নামে	এবং সকল দুরূদ	এবং সকল সালাম	আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর উপর (বর্ষিত হোক)

اَللّٰهُمَّ	اِنِّىْ	اَسْئَلُ	كَ	مِنْ فَضْلِكَ
হে আল্লাহ্	নিশ্চয় আমি	আমি প্রার্থনা করছি	তোমার নিকট	তোমার অনুগ্রহ

পর্ব-৫ (৫ম দিন)

তাকবীরে তাহ্‌রিমা اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ আল্লাহু আক্‌বার। অর্থঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।
(বুখারী, সুনানে আবু দাউদ, মুস্‌নাদে আহমদ)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُ	اَكْبَرُ
আল্লাহ্	সর্বশ্রেষ্ঠ

ছানা হাদীসের সহীহ্ গ্রন্থসমূহে বেশ কয়েকটি ছানা পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রচলিত দুটি এখানে দেয়া হলো।

ছানা- ১

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানা-কাল্লাহুম্মা ওয়াবি হাম্‌দিকা ওয়া তাবা'রাকাস্‌মুকা ওয়া তাআ'লা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্, তুমি পবিত্র, তোমার প্রশংসা করছি। তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা সুউচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ (মাবুদ) নেই।
(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, নাসাঈ)

শাব্দিক অর্থ

سُبْحٰنَ	كَ	اَللّٰهُمَّ	وَ	بِحَمْدِ	كَ
পবিত্র	তুমি	হে আল্লাহ্	এবং	প্রশংসা সহ	তোমার
وَ	تَبَارَكَ	اسْمُكَ	وَ	تَعَالٰى	جَدُّ
এবং	বরকতময়	তোমার নাম সমূহ	এবং	সবচেয়ে উপরে	মর্যাদা
كَ	وَ	لَآ	اِلٰهَ	غَيْرُ	كَ
তোমার	এবং	নেই	কোন ইলাহ্	ব্যতীত	তুমি

ছানা- ২

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.
اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَآءِ وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ. اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ
الذُّنُوْبِ وَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বা-ঈ'দ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বাইয়া-য়্যা কামা বাআ'দ্তা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি, আল্লাহুম্মাগ্ সিল্নী মিন খাত্বাইয়া-য়্যা বিলমা-ই ওয়াছ্ ছাল্জি ওয়াল বারাদি, আল্লাহুম্মা নাক্বিনী মিনায্ যুনূবি ওয়ালখাত্বাইয়া কামা ইউনাক্কাছ্ ছাওবুল আব্ইয়াদু মিনাদ্ দানাসি।

অর্থ: হে আল্লাহ্, আমার এবং আমার ভূলক্রটি সমূহের মাঝে ততোটা দূরত্ব সৃষ্টি করুন, যতটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব এবং পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ্, আমার ভূলক্রটি সমূহ পানি, বরফ ও হিমঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার (ছাফ) করে দিন। হে আল্লাহ্, আমাকে আমার গুনাহ্ সমূহ এবং আমার ভূলক্রটি সমূহ হতে পরিষ্কার করে দিন যেমন সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ।)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	بَاعِدْ	بَيْنِىْ	وَ	بَيْنَ
হে আল্লাহ্	দূরত্ব সৃষ্টি করুন	আমার মাঝে	এবং	মাঝে
خَطَايَاىَ	كَمَا	بَاعَدْتَ	بَيْنَ	الْمَشْرِقِ
আমার ভূলক্রটি সমূহের	যেরূপ/যেমন	দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন	মাঝে	পূর্ব
وَ	الْمَغْرِبِ	اَللّٰهُمَّ	اغْسِلْنِىْ	مِنْ
এবং	পশ্চিমের	হে আল্লাহ্	আমাকে ধুয়ে মুছে দিন	হতে
خَطَايَاىَ	بِالْمَآءِ	وَ	الثَّلْجِ	وَ
আমার ভূলক্রটি সমূহের	পানি দিয়ে	এবং	বরফ দিয়ে	এবং
الْبَرَدِ	اَللّٰهُمَّ	نَقِّنِىْ	مِنَ	الذُّنُوْبِ
হিমঠান্ডা পানি দিয়ে	হে আল্লাহ্	আমাকে পরিষ্কার করে দিন	হতে	গুনাহ্ সমূহ
وَ الْخَطَايَا	كَمَا	يُنَقَّى	الثَّوْبُ	الْاَبْيَضُ	مِنَ الدَّنَسِ
এবং ভূলক্রটি সমূহ	যেরূপ/যেমন	পরিষ্কার হয়	কাপড়	সাদা	ময়লা হতে

পর্ব-৬ (৬ষ্ঠ দিন)

তা'আউজ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম।

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
(আবু দাউদ, তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

اَعُوْذُ	بِاللّٰهِ	مِنَ	الشَّيْطَانِ	الرَّجِيْمِ
আমি আশ্রয় চাই	আল্লাহর কাছে	হতে	শয়তান	বিতাড়িত/ অভিশপ্ত

তাছমিয়া (বিসমিল্লাহ্)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম।

অর্থ : আল্লাহর নামে (শুরু করছি) যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।
(আলবানী আযানুল মিন্নাহ্)

শাব্দিক অর্থ

بِسْمِ	اللّٰهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ
নামে	আল্লাহর	যিনি পরম করুণাময়	যিনি পরম দয়ালু

পর্ব-৭ (৭ম দিন)

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

উচ্চারণ ঃ আল-হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন (১) আর্‌রাহ্‌মানির্ রাহীম (২) মা'লিকি ইয়াও মিদ্দীন (৩) ইয়্যাকা নাআ'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন (৪) ইহ্‌দিনাস্ সিরা-ত্বাল মুস্‌তাক্বীম (৫) সিরাত্বাল্ লাযীনা আন্-আ'ম্‌তা আ'লাইহিম্ (৬) গাঈরিল্ মাগ্‌দূবি আ'লাইহিম্, ওয়ালাদ্ দোয়াল্লীন (৭)। (আমীন)!

অর্থ: ১. সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। ২. যিনি পরম করুণাময় ও অত্যন্ত দয়ালু। ৩. যিনি বিচার দিবসের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই। ৫. তুমি আমাদের সহজ সরল পথ দেখাও। ৬. ঐ সকল লোকদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। ৭. ঐ সকল লোকদের পথ নয়, যাদের উপর গযব পড়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

শাব্দিক অর্থ

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعٰلَمِيْنَ	الرَّحْمٰنِ
সকল প্রশংসা	আল্লাহর জন্য	(যিনি) প্রতিপালক	জগত সমূহের	যিনি পরম করুণাময়
الرَّحِيْمِ	مٰلِكِ	يَوْمِ	الدِّيْنِ	اِيَّا
অত্যন্ত দয়ালু	মালিক/ বাদ্‌শা	দিন	বিচারের (দিন)	একমাত্র
كَ	نَعْبُدُ	وَ	اِيَّا	كَ
তোমারই	আমরা ইবাদত করি	এবং	একমাত্র	তোমারই
نَسْتَعِيْنُ	اِهْدِ	نَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيْمَ
আমরা সাহায্য চাই	পথ দেখাও	আমাদেরকে	পথ	সঠিক সরল
صِرَاطَ	الَّذِيْنَ	أَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ	غَيْرِ
পথ	যাদের	তুমি অনুগ্রহ করেছ	তাদের উপর	(তাদের পথ) ব্যতীত
الْمَغْضُوْبِ	عَلَيْهِمْ	وَ	لَا	الضَّآلِّيْنَ
গযব পড়েছে	তাদের উপর	এবং	নয় (তাদের পথ)	যারা পথভ্রষ্ট

পর্ব-৮ (৮ম দিন)

সূরা মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

উচ্চারণ ঃ আরাআইতাল্ লাযী ইউকায্যিবু বিদ্দীন। (১) ফাযা-লিকাল্ লাযী ইয়াদুউ্-উল্ ইয়াতীম। (২) ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আ'লা ত্বাআ'মিল্ মিস্কীন। (৩) ফাওয়াইলুল্লিল্ মুছাল্লীন। (৪) আল্লাযীনা হুম্-আ'ন্ ছালাতিহিম্ ছাহুন। (৫) আল্লাযীনা হুম্ ইউরা-উন। (৬) ওয়া ইয়্যাম্ নাউ'নাল্ মা'উন (৭)।

অর্থ : ১. তুমি কি তাকে দেখেছ (ভেবে দেখেছ), যে বিচারের দিনকে (আখেরাতের পুরষ্কার ও শাস্তিকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? ২. সে-ই তো এতিমকে গলাধাক্কা দেয়। ৩. এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না। ৪. অতঃপর সেই সকল সালাত আদায়কারীদের জন্য ধ্বংস। ৫. যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে গাফিল। ৬. যারা লোক দেখানো কাজ (রিয়া) করে। ৭. এবং মামুলী প্রয়োজনের জিনিস-পত্র (লোকদেরকে) দিতে বিরত থাকে।

শাব্দিক অর্থ

أَ	رَأَيْتَ	الَّذِيْ	يُكَذِّبُ	بِالدِّيْنِ
কি ?	তুমি (ভেবে) দেখেছ	(তাকে) যে	অবিশ্বাস করে	বিচারের দিনকে
فَذٰلِكَ	الَّذِيْ	يَدُعُّ	الْيَتِيْمَ	وَ
অতঃপর সে /ঐ (লোক)	যে	গলাধাক্কা দেয়	ইয়াতীমকে	এবং
لَا	يَحُضُّ	عَلٰى	طَعَامِ	الْمِسْكِيْنِ
না	উৎসাহিত করে	ব্যাপারে	খাদ্যদানের	মিসকিনকে

هُمْ	الَّذِيْنَ	لِّلْمُصَلِّيْنَ	وَيْلٌ	فَ
তারা	যারা	মুসল্লীদের জন্য	ধ্বংস	অতঃপর
الَّذِيْنَ	سَاهُوْنَ	هِمْ	صَلٰوتِ	عَنْ
যারা	উদাসীন	তাদের	সালাত	হতে

الْمَاعُوْنَ	وَ يَمْنَعُوْنَ	يُرَآؤُوْنَ	هُمْ
সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস	এবং (দেয়া হতে) বিরত থাকে	লোক দেখানোর (কাজ করে)	তারা

পর্ব-৯ (৯ম দিন)

রুকুতে যাওয়ার তাসবীহ্ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আক্‌বার। **অর্থ :** আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

(বুখারী, সুনানে আবু দাউদ, মস্‌নাদে আহমদ)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُ	اَكْبَرُ
আল্লাহ্	সর্বশ্রেষ্ঠ

রুকুর তাসবীহ্

হাদীসের সহীহ্ গ্রন্থসমূহে বেশ কয়েকটি রুকুর তাসবীহ্ পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রচলিত দুটি তাসবীহ্ এখানে দেয়া হলো।

রুকুর তাসবীহ্- ১ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'জীম।

অর্থ : পবিত্র আমার রব্ যিনি সবচেয়ে মহান।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তাবারানী)

শাব্দিক অর্থ

سُبْحَانَ	رَبِّيَ	الْعَظِيْمِ
পবিত্র	আমার রব্	যিনি সবচেয়ে মহান

রুকুর তাসবীহ্- ২ (সিজদাতেও পড়া যায়)

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণঃ সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবি হাম্দিকা আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী।

অর্থ: হে আল্লাহ্, আমাদের রব্, তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

سُبْحَانَكَ	اَللّٰهُمَّ	رَبَّنَا	وَ
তুমি পবিত্র	হে আল্লাহ্	হে আমাদের রব্	এবং
بِحَمْدِ	كَ	اَللّٰهُمَّ	اغْفِرْ لِيْ
প্রশংসা সহ	তোমার	হে আল্লাহ্	আমাকে ক্ষমা কর

পর্ব-১০ (১০ম দিন)

রুকু থেকে দাঁড়ানোর তাসবীহ্

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

উচ্চারণঃ ছামিআ'ল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্।

অর্থ: আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে শুনেছেন যে তাঁর প্রশংসা করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

سَمِعَ	اللّٰهُ	لِمَنْ	حَمِدَهُ
শুনেছেন	আল্লাহ্	সেই ব্যক্তিকে যে	তাঁর প্রশংসা করেছে

রুকু থেকে দাঁড়িয়ে তাসবীহ্

হাদীসের সহীহ্ গ্রন্থসমূহে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটি তাসবীহ্ পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রচলিত দুটি তাসবীহ্ এখানে দেয়া হলো।

রুকু থেকে দাঁড়িয়ে তাসবীহ্- ১

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লাকাল্ হাম্দ।

অর্থ : হে আমাদের রব, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য।
(বুখারী ও মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

رَبَّنَا	لَكَ	الْحَمْدُ
হে আমাদের রব	তোমারই জন্য	সকল প্রশংসা

রুকু থেকে দাঁড়িয়ে তাসবীহ্- ২

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লাকাল্ হাম্দ, হাম্দান্ কাছীরান্ ত্বাইয়্যিবাম্ মুবারাকান্ ফীহি।

অর্থ : হে আমাদের রব, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। অনেক, উত্তম, বরকতময় প্রশংসা। (বুখারী, আবু দাউদ, মুয়াত্তা মালেক)

শাব্দিক অর্থ

رَبَّنَا	لَكَ	اَلْحَمْدُ	حَمْدًا
হে আমাদের রব	তোমারই জন্য	সকল প্রশংসা	প্রশংসা
كَثِيْرًا	طَيِّبًا	مُبَارَكًا	فِيْهِ
অনেক	উত্তম	বরকতময়	তার মধ্যে

পর্ব-১১ (১১তম দিন)

সিজদার তাসবীহ্

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ ঃ সুব্হানা রাব্বিয়াল্ আআ'লা।

অর্থ : মহাপবিত্র আমার রব্ যিনি সবচেয়ে উর্ধ্বে। (আবু দাউদ, তাবরানী)

শাব্দিক অর্থ

سُبْحَانَ	رَبِّيَ	الْاَعْلٰى
মহাপবিত্র	আমার রব্	যিনি সবার চেয়ে উর্ধ্বে

দুই সিজদার মাঝের দোয়া

হাদীসের সহীহ্ গ্রন্থসমূহে দুই সিজদার মাঝে বেশ কয়েকটি দোয়া পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রচলিত দুটি এখানে দেয়া হলো।

দুই সিজদার মাঝের দোয়া - ১

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী ওয়ার্ হাম্নী ওয়াজ্ বুর্নী ওয়ার্ ফা'আনী ওয়াহ্দিনী ওয়া আ'ফিনী।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমাকে মাফ কর। আমাকে দয়া কর। আমাকে শক্তিশালী কর। আমার মর্যাদা বড়িয়ে দাও। আমাকে সঠিক পথ দেখাও। আমাকে সুস্থ রাখো। (ইবনে মাজাহ্, আবু দাউদ, তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	اغْفِرْلِيْ	وَارْحَمْنِيْ	وَاجْبُرْنِيْ
হে আল্লাহ্	আমাকে ক্ষমা কর	আমাকে দয়া কর	আমাকে শক্তিশালী কর
وَارْفَعْنِيْ	وَاهْدِنِيْ	وَعَافِنِيْ	
আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও	আমাকে সঠিক পথ দেখাও	আমাকে সুস্থ রাখো	

দুই সিজদার মাঝের দোয়া - ২

رَبِّ اغْفِرْلِيْ. رَبِّ اغْفِرْلِيْ. رَبِّ اغْفِرْلِيْ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগ্ ফির্লী, রাব্বিগ্ ফির্লী, রাব্বিগ্ ফির্লী।

অর্থ : হে আমার রব্ আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার রব্ আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার রব্ আমাকে ক্ষমা কর। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

শাব্দিক অর্থ

رَبِّ	اِغْفِرْ	لِيْ
হে আমার রব্	মাফ কর	আমাকে

পর্ব-১২ (১২তম দিন)

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু, ওয়াত্ ত্বাইয়্যিবা-তু, আস্-সালামু আ'লাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহ্, আস্-সালামু আ'লাইনা ওয়াআ'লা ঈ'বাদিল্লাহিছ্ ছা-লিহীন, আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'ব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ : সকল সম্ভাষণ (মৌখিক ইবাদত), সকল (শারিরিক) ইবাদত ও সকল পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী (সাঃ), আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত (বর্ষিত) হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের উপর শান্তি (বর্ষিত হোক)। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। (বুখারী ও মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

اَلسَّلَامُ	وَالطَّيِّبَاتُ	وَالصَّلَوٰاتُ	لِلّٰهِ	اَلتَّحِيَّاتُ
শান্তি	এবং সকল পবিত্রতা	এবং সকল (শারিরিক) ইবাদত	আল্লাহর জন্য	সকল সম্ভাষণ (মৌখিক ইবাদত)
اللّٰهِ	وَرَحْمَةُ	النَّبِيُّ	أَيُّهَا	عَلَيْكَ
আল্লাহর	এবং রহমত	নবী	হে	আপনার উপর
عِبَادِ	وَعَلٰى	عَلَيْنَا	اَلسَّلَامُ	وَبَرَكَاتُهُ
বান্দাগণ	এবং উপর	আমাদের উপর	শান্তি (বর্ষিত হোক)	এবং তাঁর বরকত

لَآ	أَنْ	أَشْهَدُ	الصَّالِحِيْنَ	اللّٰهِ
নেই	যে	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	যারা সৎকর্মশীল	আল্লাহর
اَشْهَدُ	وَ	اللّٰهُ	اِلَّا	اِلٰهَ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	এবং	আল্লাহ্	ব্যতীত	কোন ইলাহ্
رَسُوْلُهٗ	وَ	عَبْدُهٗ	مُحَمَّدًا	أَنَّ
তাঁর রাসূল (সাঃ)	এবং	তাঁর বান্দা	মুহাম্মদ (সাঃ)	যে (নিশ্চয়)

পর্ব-১৩ (১৩তম দিন)

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰٓى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়াআ'লা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বা-রিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা বা-রাক্তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়াআ'লা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ : হে আল্লাহ্, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরের (পরিবার বর্গের) উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর এবং তাঁর বংশধরের (পরিবার বর্গের) উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং সম্মানিত। হে আল্লাহ্, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরের (পরিবারবর্গের) উপর বরকত নাযিল কর, যেমন বরকত নাযিল করেছ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর এবং তাঁর বংশধরের (পরিবারবর্গের) উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং সম্মানিত। (বুখারী, মিশকাত)

শাব্দিক অর্থ

وَ	مُحَمَّدٍ	عَلٰى	صَلِّ	اَللّٰهُمَّ
এবং	মুহাম্মদ (সাঃ) এর	উপর	রহমত বর্ষণ কর	হে আল্লাহ্
صَلَّيْتَ	كَمَا	مُحَمَّدٍ	اٰلِ	عَلٰي
রহমত বর্ষণ করেছ	যেমন	মুহাম্মদ (সাঃ) এর	বংশধর (পরিবারবর্গ)	উপর
إِبْرَاهِيْمَ	اٰلِ	وَعَلٰى	إِبْرَاهِيْمَ	عَلٰي
ইব্রাহীম (আঃ) এর	বংশধর (পরিবারবর্গ)	এবং উপর	ইব্রাহীম (আঃ) এর	উপর
بَارِكْ	اَللّٰهُمَّ	مَّجِيْدٌ	حَمِيْدٌ	إِنَّكَ
বরকত নাযিল কর	হে আল্লাহ্	সম্মানিত	প্রশংসিত	নিশ্চয় তুমি
مُحَمَّدٍ	اٰلِ	وَّعَلٰي	مُحَمَّدٍ	عَلٰى
মুহাম্মদ (সাঃ) এর	বংশধর (পরিবারবর্গ)	এবং উপর	মুহাম্মদ (সাঃ) এর	উপর
وَعَلٰى	إِبْرَاهِيْمَ	عَلٰي	بَارَكْتَ	كَمَا
এবং উপর	ইব্রাহীম (আঃ) এর	উপর	তুমি বরকত দিয়েছ	যেমন
مَّجِيْدٌ	حَمِيْدٌ	إِنَّكَ	إِبْرَاهِيْمَ	اٰلِ
সম্মানিত	প্রশংসিত	নিশ্চয় তুমি	ইব্রাহীম (আঃ) এর	বংশধর (পরিবারবর্গ)

পর্ব-১৪ (১৪ তম দিন)

দোয়ায়ে মাছুরা

হাদীসের সহীহ্ গ্রন্থ সমূহে বেশ কয়েকটি দোয়ায়ে মা'ছুরা পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রচলিত দুটি এখানে দেয়া হলো।

দোয়ায়ে মাছুরা- ১

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী জালাম্তু নাফ্সী জুল্মান্ কাছীরাওঁ ওয়ালা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্ফির্লী মাগ্ফিরাতাম্ মিন্ ইন্দিকা ওয়ার্ হাম্নী ইন্নাকা আন্তাল্ গাফূরুর্ রাহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আমার নিজের (আত্মার) উপর অসংখ্য যুলুম (গুনাহ্) করেছি। এবং তুমি ব্যতীত গুনাহ্ সমূহ (যুলুমের) মাফ করার আর কেউ নেই। অতএব আমাকে তোমার নিজের পক্ষ থেকে মাফ করে দাও এবং আমাকে দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অসীম দয়াময়।

(বুখারী ও মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	اِنِّيْ	ظَلَمْتُ	نَفْسِيْ	ظُلْمًا
হে আল্লাহ্	নিশ্চয় আমি	যুলুম করেছি (গুনাহ)	আমার নিজের (আত্মার) উপর	যুলুম
كَثِيْرًا	وَّ	لَا يَغْفِرُ	الذُّنُوْبَ	اِلَّآ أَنْتَ
অনেক	এবং	ক্ষমা করতে পারে না	গুনাহ্ সমূহ	তুমি ব্যতীত
فَ	اغْفِرْ لِيْ	مَغْفِرَةً	مِّنْ عِنْدِكَ	وَ
অতএব	আমাকে মাফ কর	মাফ (ক্ষমা)	তোমার পক্ষ থেকে	এবং

الرَّحِيْمُ	الْغَفُوْرُ	أَنْتَ	إِنَّكَ	ارْحَمْنِيْ
অসীম দয়াময়	অতি ক্ষমাশীল	তুমি	নিশ্চয় তুমি	আমাকে রহম কর

দোয়ায়ে মাছুরা- ২

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিন্ আ'যাবি জাহান্নাম, ওয়া আউ'যুবিকা মিন্ আ'যাবিল্ ক্বাবরি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন্ ফিত্নাতিল্ মাসিহিদ্ দাজ্জালি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন্ ফিত্নাতিল্ মাহ্ইয়্যা ওয়া মামা-তি।

অর্থ : হে আল্লাহ্, নিশ্চয় আমি জাহান্নামের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এবং কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এবং মসিহে দাজ্জালের ফিত্না থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

শাব্দিক অর্থ

مِنْ عَذَابِ	بِكَ	أَعُوْذُ	اِنِّيْ	اَللّٰهُمَّ
আযাব থেকে	তোমার কাছে	আশ্রয় চাই	নিশ্চয় আমি	হে আল্লাহ্
مِنْ عَذَابِ	بِكَ	أَعُوْذُ	وَ	جَهَنَّمَ
আযাব থেকে	তোমার কাছে	আশ্রয় চাই	এবং	জাহান্নামের
مِنْ فِتْنَةِ	بِكَ	أَعُوْذُ	وَ	الْقَبْرِ
ফিতনা থেকে	তোমার কাছে	আশ্রয় চাই	এবং	কবরের

الْمَسِيْحِ	الدَّجَّالِ	وَ	أَعُوْذُ	بِكَ
মসিহে	দাজ্জালের	এবং	আশ্রয় চাই	তোমার কাছে
مِنْ فِتْنَةِ	الْمَحْيَا	وَ	الْمَمَاتِ	
ফিতনা থেকে	জীবন	এবং	মৃত্যুর	

শেষ বৈঠকে সালাম ফেরাতে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্।

অর্থ: আপনাদের/তোমাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত (বর্ষিত হোক)। (মুসলিম, আবু দাউদ)

শাব্দিক অর্থ

اَلسَّلَامُ	عَلَيْكُمْ	وَ	رَحْمَةُ اللّٰهِ
শান্তি	(বর্ষিত হোক) আপনাদের (তোমাদের) ওপর	এবং	আল্লাহর রহমত (বর্ষিত হোক)

পর্ব-১৫ (১৫তম দিন)

দোয়ায়ে কুনুত হাদীসের সহীহ্ গ্রন্থসমূহে বেশ কয়েকটি দোয়ায়ে কুনুত পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রচলিত দুটি এখানে দেয়া হলো।

দোয়ায়ে কুনুত -১

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَ لَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَ نَسْجُدُ وَ إِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তাঈ'নুকা ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আ'লাইকা ওয়া নুছ্‌নি আ'লাইকাল্ খাঈর, ওয়া নাশ্‌কুরুকা ওয়ালা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখ্‌লাউ' ওয়া নাত্‌রুকু মাইয়্যাফ্‌জুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লী ওয়া নাস্‌জুদু ওয় ইলাইকা নাস্‌আ' ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নার্‌জূ রাহ্‌মাতাকা ওয়া নাখ্‌শা আ'যাবাকা ইন্না আ'যাবাকা বিল কুফ্‌ফারি মুলহিক্ব।

অর্থ : হে আল্লাহ্, নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রর্থনা করছি, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার উপর ভরসা করছি এবং তোমার উত্তম প্রশংসা করছি। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কখনো আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা করি না। যারা তোমার অবাধ্যতা করে, তাদের সাথে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং তাদের পরিত্যাগ করে চলি। হে আল্লাহ্, আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই জন্য সালাত পড়ি, তোমাকেই সিজদা করি এবং তোমার দিকে দ্রুত ধাবিত হই এবং তোমার দিকে এগিয়ে চলি। তোমার রহমতের আশা করি। তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফেরদের উপর আপতিত হবে। (তাবরানী)

শাব্দিক অর্থ

وَ	نَسْتَعِيْنُكَ	إِنَّا	اَللّٰهُمَّ
এবং	আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাই	নিশ্চয় আমরা	হে আল্লাহ্
وَنَتَوَكَّلُ	بِكَ	وَنُؤْمِنُ	نَسْتَغْفِرُكَ
এবং আমরা ভরসা করি	তোমার প্রতি	এবং আমরা ঈমান আনি	আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই
الْخَيْرَ	عَلَيْكَ	وَنُثْنِيْ	عَلَيْكَ
সর্বোত্তম (গুণের)	তোমার	এবং গুণ বর্ণনা করি/প্রশংসা করি	তোমার ওপর
وَنَتْرُكُ	وَنَخْلَعُ	وَلَا نَكْفُرُكَ	وَنَشْكُرُكَ
এবং আমরা পরিত্যাগ করে চলি	এবং আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করি	এবং আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা করিনা	এবং আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা জানাই

إِيَّاكَ	اَللّٰهُمَّ	يَّفْجُرُكَ	مَنْ
একমাত্র তোমারই	হে আল্লাহ্	তোমার অবাধ্যতা করে	তাকে (এদেরকে) যে / যারা
وَنَسْجُدُ	نُصَلِّيْ	وَلَكَ	نَعْبُدُ
এবং আমরা সিজদা দেই	আমরা সালাত পড়ি	এবং তোমারই জন্য	আমরা ইবাদত করি
وَنَرْجُوْ	وَنَحْفِدُ	نَسْعٰى	وَإِلَيْكَ
এবং আশা করি	এবং এগিয়ে চলি	দ্রুত ধাবিত হই	এবং তোমারই দিকে
إِنَّ	عَذَابَكَ	وَنَخْشٰى	رَحْمَتَكَ
নিশ্চয়	তোমার (শাস্তি) আযাবকে	এবং ভয় করি	তোমার রহমত
	مُلْحِقٌ	بِالْكُفَّارِ	عَذَابَكَ
	আপতিত হবে	কাফেরদের উপর	তোমার শাস্তি

দোয়ায়ে কুনুত- ২

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ. وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ. وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ. وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ. وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ. اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ. اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ্ দিনী ফী-মান্ হাদাইতা, ওয়া আ'ফিনী ফী-মান্ আ'ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান্ তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বা-রিক্ লী ফী-মা আ'আত্বাইতা, ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা-ক্বাদাইতা, ইন্নাকা তাক্বদী ওয়ালা ইউক্বদা আ'লাইকা, ইন্নাহু লা-য়্যুদিল্লু মান্ওঁ ওয়ালাইতা, ওয়া লা-য়্যাউঝ্ঝু মান্ আ'দাইতা, তাবা-রাক্তা রাব্বানা ওয়া তাআ'লাইতা।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদেরকে তুমি সঠিক পথ দেখিয়েছ। আমাকে ক্ষমা ও সুস্থতা দান করে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদেরকে তুমি ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছ। আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছো। আমার জন্য তাতে বরকত (প্রাচুর্য) দান কর যা কিছু তুমি প্রদান করেছো। আমাকে রক্ষা করো সেসব মন্দ থেকে যা তুমি ফয়সালা করেছো। তুমিই প্রকৃত ফয়সালাকারী আর তোমার উপর কারো ফয়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহন করেছো, তাকে কেউ অপদস্ত করতে পারে না। তুমি যার শত্রুতা করেছো, কেউ তাকে ইজ্জত দিতে পারে না। হে আমাদের রব্, তুমি বরকতময় এবং অতিশয় মহান। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ্)

শাব্দিক অর্থ

مَنْ	فِيْ	اهْدِنِىْ	اَللّٰهُمَّ
যাদেরকে	(তাদের) অন্তর্ভুক্ত কর	আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে	হে আল্লাহ্
مَنْ	فِيْ	وَعَافِنِىْ	هَدَيْتَ
যাদেরকে	(তাদের) অন্তর্ভুক্ত কর	এবং আমাকে মাফ ও সুস্থতা দান করে	তুমি সঠিক পথ দেখিয়েছ
فِيْمَنْ	تَوَلَّنِيْ	وَ	عَافَيْتَ
(তাদের) অন্তর্ভুক্ত করে যাদের	আমাকে অভিভাবকত্ব দাও	এবং	তুমি মাফ বা সুস্থতা দান করেছো
فِيْمَا	لِيْ	وَبَارِكْ	تَوَلَّيْتَ
তাতে যা কিছু	আমার জন্য	বরকত (প্রাচুর্য) দান কর	তুমি অভিভাবক হয়েছো
مَا قَضَيْتَ	شَرَّ	وَقِنِيْ	أَعْطَيْتَ
যা তুমি ফয়সালা করেছো	যে সব মন্দ থেকে	আমাকে রক্ষা করো	তুমি প্রদান করেছো

يُقْضٰى	وَلَا	تَقْضِيْ	اِنَّكَ
কারো ফয়সালা চলে	এবং না	প্রকৃত ফয়সালাকারী	নিশ্চয় তুমি
يُذِلُّ	لَا	اِنَّهٗ	عَلَيْكَ
কেউ অপদস্ত করতে পারে	না	নিশ্চয় তাকে	তোমার উপর
يَعُزُّ	وَلَا	وَّاَلَيْتَ	مَنْ
তাকে (কেউ) ইজ্জত দিতে পারে	এবং না	তুমি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো	তাকে (যার)
وَتَعَالَيْتَ	رَبَّنَا	تَبَارَكْتَ	مَنْ عَادَيْتَ
এবং অতিশয় মহান তুমি	হে আমাদের রব্	তুমি বরকতময়	যার তুমি শত্রুতা করেছো

পর্ব-১৬ (১৬তম দিন)

সূরা ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۞ وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ۞ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ۞

উচ্চারণ ঃ (১) আলাম্‌তারা কাইফা ফাআ'লা রাব্বুকা বিআছ্‌হা- বিল্ ফীল। (২) আলাম্ ইয়্যাজআ'ল্ কাইদাহুম ফী তাদ্‌লীল্। (৩) ওয়া আরসালা আ'লাইহিম্ ত্বাইরান আবা-বীল। (৪) তারমীহিম বিহিজারাতিম্ মিন্ঁ সিজ্জীল। (৫) ফাজা-আ'লাহুম কাআ'ছ্‌ফিম্ মাঅকূল।

অর্থ: ১. তুমি কি দেখনি তোমার রব্ হাতিওয়ালাদের সাথে কেমন করেছেন? ২. তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র/কৌশল ব্যর্থ করে দেননি। ৩. আর তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন। ৪. যারা তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল। ৫. তারপর তাদের অবস্থা পশুর খাওয়া ভূষির মতো করেছেন।

শাব্দিক অর্থ

أَ	لَمْ	تَرَ	كَيْفَ	فَعَلَ
কি?	নাই/নি	তুমি দেখ	কিভাবে/ কেমন	করেছেন
رَبُّكَ	بِاَصْحٰبِ	الْفِيْلِ	أَلَمْ	يَجْعَلْ
তোমার রব	ওয়ালাদের সাথে	হাতি	নাই কি?	তিনি করেন
كَيْدَ	هُمْ	فِيْ تَضْلِيْلٍ	وَّأَرْسَلَ	عَلَيْهِمْ
ষড়যন্ত্র	তাদের	ব্যর্থ	এবং পাঠিয়েছেন	তাদের উপর
طَيْرًا	أَبَابِيْلَ	تَرْمِيْ	هِمْ	بِحِجَارَةٍ
পাখি	ঝাঁকে ঝাঁকে	তাঁরা নিক্ষেপ করে	তাদের (উপর)	পাথর সমূহ
مِّنْ سِجِّيْلٍ	فَجَعَلَهُمْ	كَعَصْفٍ	مَّأْكُوْلٍ	
পোড়া মাটির (কংকরের)	ফলে তাদের করে দেন	ভূষির মত	ভক্ষণ করা (ভক্ষিত/চর্বিত)	

পর্ব-১৭ (১৭ তম দিন)

সূরা কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

উচ্চারণ ঃ (১) লিঈলা-ফি কুরাইশ। (২) ঈলা-ফিহিম রিহ্‌লাতাশ্ শিতা-ই ওয়াস্ সাঈফ। (৩) ফাল্ ইয়া'বুদূ রাব্বা হাযাল্‌বাঈত্। (৪) আল্লাযী আত্বআ'মাহুম মিন্ জূ-ঈওঁ ওয়া আ-মানাহুম্ মিন্ খাউফ।

অর্থ : ১. যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে। ২. শীতের ও গ্রীষ্মের সফরে তাদের অভ্যস্ততা। ৩. সুতরাং তাদের এই ঘরের রবের ইবাদত করা উচিত। ৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রেহাই দিয়ে খাবার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

শাব্দিক অর্থ

لِ	اِيْلٰفِ	قُرَيْشٍ	اٖلٰفِهِمْ	هِمْ
যেহেতু	অভ্যস্ত হয়েছে	কুরাইশরা	অভ্যস্ততা	তাদের
رِحْلَةَ	الشِّتَآءِ	وَالصَّيْفِ	فَ	لْيَعْبُدُوْا
সফরে	শীতের	ও গ্রীষ্মের	সুতরাং	তাদের ইবাদত করা উচিত
رَبَّ	هٰذَا	الْبَيْتِ	الَّذِىْٓ	اَطْعَمَ
রবের	এই	ঘরের	যিনি	আহার দিয়েছেন
هُمْ	مِّنْ جُوْعٍ	وَّاٰمَنَهُمْ		مِّنْ خَوْفٍ
তাদের	ক্ষুধা হতে	এবং তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন		ভয় হতে

পর্ব-১৮ (১৮ তম দিন)

সূরা আল কাউসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

উচ্চারণ ঃ (১) ইন্না- আ'ত্বাইনা- কাল্ কাউসার। (২) ফাছাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্হার। (৩) ইন্না শা-নিআকা হুওয়াল আব্তার।

অর্থ: ১. (হে নবী) নিশ্চয় আমরা তোমাকে কাউসার দান করছি।
২. অতএব তুমি নিজের রবেরই জন্য সালাত পড় ও কুরবানী দাও।
৩. নিশ্চয় তোমার দুশমন (শত্রু) শিকড় কাটা (নির্মূল)।

শাব্দিক অর্থ

اِنَّآ	اَعْطَيْنٰكَ		الْكَوْثَرَ
নিশ্চয় আমরা	তোমাকে আমরা দিয়েছি		কাউসার
فَ	صَلِّ	لِرَبِّكَ	وَانْحَرْ
অতএব	তুমি সালাত পড়	তোমার রবের জন্য	এবং কুরবানী দাও
اِنَّ	شَانِئَكَ	هُوَ	الْاَبْتَرُ
নিশ্চয়	তোমার শত্রু	সেই	শিকড় কাটা/নির্মূল

পর্ব-১৯ (১৯ তম দিন)

সূরা কাফিরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

উচ্চারণ ঃ (১) কুল ইয়্যা-আয়্যুহাল্ কা-ফিরূন্। (২) লা-আআ'বুদু মা-তাআ'বুদূন্। (৩) ওয়ালা- আন্তুম্ আ'-বিদূনা মা-আআ'বুদ্। (৪) ওয়ালা-আনা আ'বিদুম্ মা-আ'বাদ্তুম। (৫) ওয়ালা- আন্তুম্ আ'-বিদূনা মা-আআ'বুদ। (৬) লাকুম্ দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।

অর্থ : ১. বলো; হে কাফের্রা। ২. আমি তাদের ইবাদত করি না যাদের ইবাদত তোমরা করো। ৩. আর তোমরা তার ইবাদতকারী নও, আমি যার ইবাদত করি। ৪. আর আমি তাদের ইবাদতকারী নই, তোমরা যাদের ইবাদত করো। ৫. আর তোমরা তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। ৬. তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।

শাব্দিক অর্থ

قُلْ	يٰٓاَيُّهَا	الْكٰفِرُوْنَ	لَآ	اَعْبُدُ
বলো	হে	কাফেররা	না	আমি ইবাদত করি
مَا	تَعْبُدُوْنَ	وَلَآ	اَنْتُمْ	عٰبِدُوْنَ
যার	তোমরা ইবাদত কর	এবং না	তোমরা	ইবাদতকারী
مَآ	اَعْبُدُ	وَلَآ اَنَا	عَابِدٌ	مَّا
যার	আমি ইবাদত করি	এবং আমি না	ইবাদতকারী	যার
عَبَدْتُّمْ	وَلَآ	اَنْتُمْ	عٰبِدُوْنَ	مَآ
তোমরা ইবাদত কর	এবং না	তোমরা	ইবাদতকারী	যার
اَعْبُدُ	لَكُمْ	دِيْنُكُمْ	وَلِيَ	دِيْنِ
আমি ইবাদত করি	তোমাদের জন্য	তোমাদের দ্বীন	এবং আমার জন্য	আমার দ্বীন

পর্ব-২০ (২০তম দিন)

সূরা আন নসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ
اَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۞

উচ্চারণ ঃ (১) ইযা জা-আ নাছরুল্লাহি ওয়াল্ ফাত্হ্। (২) ওয়ারাআইতান্ না-সা ইয়াদখুলূনা ফী-দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা। (৩) ফাসাব্বিহ্ বিহাম্দি রাব্বিকা ওয়াস্ তাগফির্হু, ইন্নাহু কা-না তাউওয়া-বা।

অর্থ : ১. যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে। ২. আর (হে নবী) তুমি দেখবে যে, মানুষেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করছে। ৩. তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ্ পড়ো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই তিনি (বড়ই) তাওবা কবুলকারী।

শাব্দিক অর্থ

اِذَا	جَآءَ	نَصْرُ اللّٰهِ	وَالْفَتْحُ	وَرَاَيْتَ
যখন	আসবে	আল্লাহর সাহায্য	এবং বিজয়	এবং তুমি দেখবে
النَّاسَ	يَدْخُلُوْنَ	فِيْ	دِيْنِ	اللّٰهِ
মানুষেরা	প্রবেশ করছে	মধ্যে	দ্বীনের	আল্লাহর
اَفْوَاجًا	فَ	سَبِّحْ	بِحَمْدِ	رَبِّكَ
দলে দলে	তখন	তুমি তাসবীহ্ কর	প্রসংশা সহ	তোমার রবের
وَ	اسْتَغْفِرْهُ	اِنَّهٗ	كَانَ تَوَّابًا	
এবং	তার কাছে ক্ষমা চাও	নিশ্চয়ই তিনি	বড়ই তওবা কবুলকারী	

পর্ব-২১ (২১তম দিন)

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۞ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَا لُهٗ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۞

উচ্চারণ ঃ (১) তাব্বাত্ ইয়াদা- আবী লাহাবিওঁ ওয়া তাব্ব্। (২) মা-আগ্না-আ'ন্হু মা-লুহু ওয়ামা- কাসাব্। (৩) সাইয়্যাছলা- না-রান্ঁ যাতা লাহাব্। (৪) ওয়াম্রা আতুহু, হা'ম্মা- লাতাল্ হা'ত্বাব। (৫) ফী জীদিহা হা'বলুম্ মিম্ মাছাদ্।

অর্থ : ১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু-হাত এবং ধ্বংস হোক সে। ২. তার ধন-সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজে লাগেনি। ৩. শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে। ৪. এবং (তার সাথে) তার স্ত্রীও, সে ছিল কাঠ/লাক্ড়ি বহন কারিণী। ৫. তার গলায় থাকবে (খেজুর ডালের আঁশের) পাকানো রশি।

শাব্দিক অর্থ

تَبَّتْ	يَدَآ	اَبِىْ لَهَبٍ	وَّتَبَّ
ধ্বংস হোক	দুহাত	আবু লাহাবের	সেও ধ্বংস হোক
مَآ	اَغْنٰى	عَنْهُ	مَا لُهٗ
না	কাজে লাগল	তার জন্য	তার মাল
وَمَا	كَسَبَ	سَ	يَصْلٰى
এবং যা	সে উপার্জন করেছিল	শীঘ্রই	প্রবেশ করবে
نَارًا	ذَاتَ	لَهَبٍ	وَّ
আগুনে	সমন্বিত	শিখা	এবং
امْرَاَتُهٗ	حَمَّالَةَ	الْحَطَبِ	فِىْ
তার স্ত্রীও	বহনকারিণী	কাঠ	মধ্যে

مِّنْ مَّسَدٍ	حَبْلٌ	جِيْدِهَا
পাকানো	রশি	তার গলায়

পর্ব-২২ (২২তম দিন)

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

উচ্চারণ ঃ (১) কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ। (২) আল্লাহুছ্ ছামাদ। (৩) লাম ইয়্যালিদ ওয়ালাম্ ইউ-লাদ। (৪) ওয়ালাম্ ইয়াকুল্ লাহু-কুফুওয়ান আহা'দ।

অর্থ : ১. বলো, তিনি, আল্লাহ্, এক অদ্বিতীয়। ২. আল্লাহ্ চিরঅমুখাপেক্ষী (কারোর ওপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল)। ৩. তিনি (কাউকে) জন্ম দেন নি, তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

শাব্দিক অর্থ

قُلْ	هُوَ	اللّٰهُ	اَحَدٌ
বলো	তিনি	আল্লাহ্	এক অদ্বিতীয়
اَللّٰهُ	الصَّمَدُ	لَمْ يَلِدْ	وَ
আল্লাহ্	চিরঅমুখাপেক্ষী	তিনি (কাউকে) জন্ম দেন নি	এবং
لَمْ يُوْلَدْ	وَلَمْ يَكُنْ	لَّهٗ	كُفُوًا اَحَدٌ
তাঁকে জন্ম দেয়া হয় নি	এবং নাই	তাঁর	কেউই সমতুল্য

সূরা আসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْعَصْرِ ۙ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَا صَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ ۧ

উচ্চারণ ঃ (১) ওয়াল আ'ছ্র। (২) ইন্নাল্ ইন্সানা লাফী খুছ্র। (৩) ইল্লাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ্ ছা-লিহাতি ওয়াতাওয়া ছাওবিল্ হাক্কি, ওয়াতাওয়া ছাও বিছ্ ছাব্র।

অর্থ : ১. সময়ের কসম। ২. নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। ৩. তবে (তারা ছাড়া) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং যারা পরস্পর সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পর ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।

শাব্দিক অর্থ

وَ	الْعَصْرِ	أِنَّ	الْإِنْسَانَ	لَ
কসম/শপথ	সময়ের	নিশ্চয়	সকল মানুষ	অবশ্যই
فِيْ	خُسْرٍ	أِلَّا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا
মধ্যে	ক্ষতির	ছাড়া/ব্যতীত/ তবে	যারা	ঈমান এনেছে
وَعَمِلُوا	الصَّالِحَاتِ	وَ	تَوَا صَوْا	
এবং কাজ করেছে	সৎকাজ	এবং	একজন অন্যজনকে উপদেশ দিয়েছে	
بِالْحَقِّ	وَ	تَوَا صَوْا		بِالصَّبْرِ
সত্যের	ও	একজন অন্যজনকে উপদেশ দিয়েছে		ধৈর্যের

পর্ব-২৩ (২৩তম দিন)

সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۟

উচ্চারণঃ (১) কুল আউ'যুবি রাব্বিল ফালাক্ব। (২) মিন্ শার্রি মা-খালাক্ব। (৩) ওয়া মিন্ শার্রি গা-সিক্বিন্ ইযা ওয়াক্বাব। (৪) ওয়ামিন্ শার্রিন্ নাফ্ফা-ছা-তি ফিল্ উ'ক্বাদ। (৫) ওয়ামিন্ শার্রি হা-সিদিন্ ইযা- হাসাদ্।

অর্থ : ১. বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি উষার রবের নিকট।

২. (এমন প্রত্যেকটি জিনিসের) অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

৩. এবং রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা আচ্ছন্ন হয়।

৪. আর গিরায় ফুক দানকারীদের (বা কারিনীদের) অনিষ্ট থেকে।

৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

শাব্দিক অর্থ

مِنْ	الْفَلَقِ	بِرَبِّ	اَعُوْذُ	قُلْ
থেকে/হতে	উষার	রবের নিকট	আমি আশ্রয় চাই	বলো
شَرِّ	وَمِنْ	خَلَقَ	مَا	شَرِّ
অনিষ্ট	এবং হতে	তিনি সৃষ্টি করেছেন	যা	অনিষ্ট
النَّفّٰثٰتِ	وَمِنْ شَرِّ	وَقَبَ	اِذَا	غَاسِقٍ
ফুক দানকারীর	এবং অনিষ্ট হতে	আচ্ছন্ন হয়	যখন	অন্ধকারকারী
حَسَدَ	اِذَا	حَاسِدٍ	وَمِنْ شَرِّ	فِي الْعُقَدِ
সে হিংসা করে	যখন	হিংসুকের	এবং অনিষ্ট হতে	গিরাগুলোর মধ্যে

পর্ব-২৪ (২৪ তম দিন)

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ
الْخَنَّاسِ ۙ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ

উচ্চারণ ঃ (১) কুল আঊজু বিরাব্বিন্ না-স। (২) মালিকিন্ না-স। (৩) ইলা-হিন্ না-স। (৪) মিন্ শার্‌রিল ওয়াস্‌ওয়া-সিল্ খান্না-স্। (৫) আল্লাযী ইউওয়াস্ উইসু ফী ছুদূরিন্ না-স। (৬) মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্ না- স।

অর্থ : ১. বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের নিকট। ২. মানুষের বাদশাহের নিকট। ৩. মানুষের প্রকৃত মা'বুদের নিকট। ৪. এমন প্ররোচণা (কুমন্ত্রণা) দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে সরে পড়ে। ৫. মানুষের বুকে প্ররোচণা দান করে। ৬. সে জ্বীনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।

শাব্দিক অর্থ

قُلْ	اَعُوْذُ	بِرَبِّ	النَّاس
বলো	আমি আশ্রয় চাই	রবের নিকট	মানুষের
مَلِكِ	النَّاسِ	اِلٰهِ	النَّاسِ
বাদশাহ্	মানুষের	ইলাহ্‌র	মানুষের
مِنْ	شَرِّ	الْوَسْوَاسِ	الْخَنَّاسِ
হতে	অনিষ্ট	প্ররোচণা (কুমন্ত্রণা)	যে সরে পড়ে
الَّذِىْ	يُوَسْوِسُ	فِىْ	صُدُوْرِ
যে	কুমন্ত্রণা দেয়	মধ্যে	অন্তর সমূহের
النَّاسِ	مِنَ	الْجِنَّةِ	وَالنَّاسِ
মানুষের	মধ্য হতে	জ্বীনের	ও মানুষের

পর্ব-২৫ (২৫তম দিন)

জানাযার সালাত প্রথমে তাকবীর (তাকবীরে তাহ্‌রীমা)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আক্‌বার। অর্থ : আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রথম তাকবীরের পর - সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, (নাসাঈ)
অথবা ছানা পাঠ করবে। (মুয়াত্তা মালিক)

দ্বিতীয় তাকবীরের পর - দরূদ শরীফ পাঠ করবে। (বাইহাকী)

তৃতীয় তাকবীরের পর পড়বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهٗ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা গ্‌ফির্ লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-ইবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্‌ছা-না, আল্লাহুম্মা মান্ আহইয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহ্‌ইহী আ'লাল্ ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না- ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আ'লাল্ ঈমান, আল্লাহুম্মা লা-তাহরিমনা- আজরাহু ওলা- তাফতিনা- বাআ'দাহু।

অর্থ : হে আল্লাহ্, তুমি মাফ করে দাও আমাদের জীবিতদেরকে, আমাদের মৃতদেরকে, আমাদের উপস্থিতদেরকে, আমাদের অনুপস্থিতদেরকে এবং আমাদের ছোটদেরকে এবং আমাদের বড়দেরকে এবং আমাদের পুরুষদেরকে এবং আমাদের মহিলাদেরকে। হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রাখবে তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাদেরকে মৃত্যু দান করবে তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ, আমাদেরকে বঞ্চিত করোনা তার পুরস্কার থেকে, এবং আমাদের ফেতনায় (পরীক্ষায়) ফেলোনা তার পরে।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	اِغْفِرْ	لِحَيِّنَا	وَ
হে আল্লাহ্	তুমি মাফ করে দাও	আমাদের ও জীবিতদেরকে	এবং
مَيِّتِنَا	وَ شَاهِدِنَا	وَغَائِبِنَا	وَ صَغِيْرِنَا
আমাদের মৃতদেরকে	এবং আমাদের উপস্থিতদেরকে	এবং আমাদের অনুপস্থিতদেরকে	এবং আমাদের ছোটদেরকে
وَ كَبِيْرِنَا	وَذَكَرِنَا	وَاُنْثَانَا	اَللّٰهُمَّ
এবং আমাদের বড়দেরকে	এবং আমাদের পুরুষদেরকে	এবং আমাদের মহিলাদেরকে	হে আল্লাহ্
مَنْ	اَحْيَيْتَهٗ	مِنَّا	فَاَحْيِهٖ
যাদেরকে	তুমি জীবিত রাখবে (তাকে)	আমাদের মধ্যথেকে	তবে তাকে জীবিত রাখ
عَلَى	الْاِسْلَامِ	وَ مَنْ	تَوَفَّيْتَهٗ
উপর	ইসলামের	এবং যাদেরকে	যাকে মৃত্যু দান করবে
مِنَّا	فَتَوَفَّهٗ	عَلَى الْاِيْمَانِ	اَللّٰهُمَّ
আমাদের মধ্যে	তবে তাকে মৃত্যু দান কর	ঈমানের উপর	হে আল্লাহ্
لَا تَحْرِمْنَا	اَجْرَهٗ	وَلَا تَفْتِنَا	بَعْدَهٗ
আমাদেরকে বঞ্চিত করোনা	তার পুরস্কার থেকে	আমাদের ফেতনায় (পরীক্ষায়) ফেলোনা	তার পরে

পর্ব-২৬ (২৬তম দিন)

মৃত বালকের জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ্‌আ'লহু লানা ফারাত্বাও ওয়াজ্‌আ'লহু লানা আজরাও ওয়া যুখ্‌রাও ওয়াজ্‌আ'লহু লানা শা-ফিআ'উ ওয়া মুশাফ্‌ফাআ'।

অর্থ : হে আল্লাহ্‌, এই (নিষ্পাপ) ছেলেকে আমাদের জন্য অগ্রদূত বানাও এবং আমাদের জন্য সওয়াবের যরিয়া ও আখেরাতে পুঁজি বানাও এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণ হয় এমন বানাও।

(আবু দাউদ)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	اِجْعَلْ	هُ	لَنَا
হে আল্লাহ্‌	বানাও	তাকে (এই নিষ্পাপ ছেলেকে)	আমাদের জন্য
فَرَطًا	وَّاجْعَلْهُ	لَنَا	اَجْرًا
অগ্রদূত	এবং তাকে বানাও	আমাদের জন্য	সওয়াবের যরিয়া
وَّ ذُخْرًا	وَّاجْعَلْهُ	لَنَا	شَافِعًا
এবং আখেরাতের পুঁজি	এবং তাকে বানাও	আমাদের জন্য	সুপারিশকারী
وَّمُشَفَّعًا			
এবং তার সুপারিশ কবুল হয় এমন			

মৃত বালিকার জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্‌আ'ল্‌হা লানা ফারত্বাও ওয়াজ্‌আ'ল্‌হা লানা আজরাও ওয়া যুখ্‌রাও ওয়াজ্‌আ'ল্‌হা লানা শা-ফিআ'তাউ ওয়া মুশাফ্‌ফাআ'হ্‌।

অর্থ : হে আল্লাহ্‌, এই (নিষ্পাপ) মেয়েকে আমাদের জন্য অগ্রদূত বানাও এবং আমাদের জন্য সওয়াবের যরিয়া ও আখেরাতে পুঁজি বানাও এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারিনী বানাও এবং আমাদের জন্য তার সুপারিশ কবুল হয় এমন বানাও। (আবু দাউদ)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	اِجْعَلْ	هَا	لَنَا
হে আল্লাহ্‌	বানাও	তাকে (এই নিষ্পাপ মেয়েকে)	আমাদের জন্য
فَرَطًا	وَّاجْعَلْهَا	لَنَا	اَجْرًا
অগ্রদূত	এবং তাকে বানাও	আমাদের জন্য	সওয়াবের যরিয়া
وَّ ذُخْرًا	وَّاجْعَلْهَا	لَنَا	شَافِعَةً
এবং আখেরাতের পুঁজি	এবং তাকে বানাও	আমাদের জন্য	সুপারিশকারিনী
وَّمُشَفَّعَةً			
এবং তার সুপারিশ কবুল হয় এমন			

তারপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে।

পর্ব-২৭ (২৭তম দিন)

ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পর রাসূল (সাঃ) যে সকল তাসবীহ্ ও দোয়া পাঠ করতেন

(১) তিনবার পড়তেন اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

উচ্চারণ ঃ আস্তাগফিরুল্লাহ্। অর্থ : আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

শাব্দিক অর্থ

اَسْتَغْفِرُ	اَللّٰهَ
আমি ক্ষমা চাচ্ছি	আল্লাহর (কাছে)

(২) তিনবার পড়তেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আক্‌বার। অর্থ : আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৩) আরো পড়তেন

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তাস্ সালামু ওয়া মিন্‌কাস্ সালামু তাবা-রাকতা ইয়া যাল্ জালালি ওয়াল ইক্‌রাম।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আপনি শান্তিময় এবং আপনার থেকেই শান্তি (অবতীর্ণ হয়)। আপনি বরকতময়, হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত। (মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	اَنْتَ السَّلَامُ	وَ	مِنْكَ
হে আল্লাহ্	আপনি শান্তিময়	এবং	আপনার থেকেই
السَّلَامُ	تَبَارَكْتَ	يَا ذَاالْجَلَالِ	وَالْاِكْرَامِ
শান্তি (অবতীর্ণ হয়)	আপনি রবকতময়	হে মহিমান্বিত	ও সম্মানিত

(৪) আরো পড়তেন

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'ঈন্নী আ'লা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ঈ'বা-দাতিক্।

অর্থ : হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে সাহায্য কর তোমার যিকির করতে, তোমার শোকর গুজারি করতে এবং উত্তম ভাবে তোমার ইবাদত করতে। (তিরমিজী)

শাব্দিক অর্থ

عَلٰى ذِكْرِكَ	اَعِنِّيْ	اَللّٰهُمَّ
তোমার যিকির করতে	তুমি আমাকে সাহায্য কর	হে আল্লাহ্
عِبَادَتِكَ	وَ حُسْنِ	وَ شُكْرِكَ
তোমার ইবাদত করতে	এবং উত্তম ভাবে	এবং তোমার শোকরগুজারি করতে

পর্ব-২৮ (২৮তম দিন)

(৫) আরো পড়তেন

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাই্-ইন ক্বাদীর, আল্লাহুম্মা লা-মানিআ' লিমা আআ'ত্বাইতা ওয়া লা-মুওত্বিয়্যা লিমা মানাআ'তা ওয়ালা ইয়্যানফাউ যাল্ জাদ্দি মিন্‌কাল জাদ্দু।

অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য (ইলাহ্) নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সকল কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা, এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্, আপনি যা দান করেন তা রোধকারী কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারীও কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবান ব্যক্তিকে (তার মর্যাদা) কোন উপকার করতে পারে না। মর্যাদা আপনার থেকেই (অর্জিত হয়)। (বুখারী ও মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

لَآ اِلٰهَ	اِلَّا اللّٰهُ	وَحْدَهٗ	لَا	شَرِيْكَ
কোন উপাস্য (ইলাহ্) নেই	আল্লাহ্ ছাড়া	তিনি এক	নেই	কোন শরীক
لَهُ	لَهُ	اَلْمُلْكُ	وَلَهُ	اَلْحَمْدُ
তাঁর	তাঁরই	সকল কর্তৃত্ব	এবং তাঁরই জন্য	সকল প্রশংসা
وَ	هُوَ	عَلٰى	كُلِّ شَيْءٍ	قَدِيْرٌ
এবং	তিনি	উপর	সবকিছুর	ক্ষমতাবান
اَللّٰهُمَّ	لَا	مَانِعَ	لِمَا	أَعْطَيْتَ
হে আল্লাহ্	নেই	রোধকারী (কেউ)	যা	আপনি দান করেন

وَلَا	مُعْطِيَ	لِمَا	مَنَعْتَ
এবং নেই	তা দানকারী	যা	আপনি রোধ করেন
وَلَا يَنْفَعُ	ذَا الْجَدِّ	مِنْكَ	اَلْجَدُّ
এবং উপকার দিতে পারে না	কোন মর্যাদাবানকে	আপনার নিকট হতে	মর্যাদা

(৬) আরো পড়তেন

আয়াতুল্ কুরসী। (সূরা বাক্বারার ২৫৫নং আয়াত)
(সহীহুল জামে, সিলসিলা সহীহাহ্)

(৭) আরো পড়তেন

سُبْحَانَ اللّٰهِ - সুব্হানাল্লাহ্ (আল্লাহ্ পবিত্র) ৩৩বার,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - আল-হাম্দু লিল্লাহ্ (সকল প্রশংসা আল্লাহর) ৩৩বার,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - আল্লাহু আক্বার (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) ৩৪বার। মোট ১০০বার।
(মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

(৮) আরো পড়তেন

সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস।
ফজর ও মাগরিবের ফরয সালাতের পর ৩বার করে এবং যোহর, আসর ও এশার ফরয সালাতের পর ১বার করে পাঠ করতেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

পর্ব-২৯ (২৯তম দিন)

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মোনাজাতসমূহ

দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের জন্য দোয়া

رَبَّنَا اٰتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِىْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুন্য়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল্ আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা আ'যা-বান্না-র।

অর্থ: হে আমাদের রব্, আমাদের পৃথিবীতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও, আর আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাক্বারা-২০১)

শাব্দিক অর্থ

رَبَّنَا	اٰتِنَا	فِىْ	الدُّنْيَا
হে আমাদের রব্	আমাদের দাও	মধ্যে	পৃথিবীর

শাব্দিক অর্থ

حَسَنَةً	فِى الْاٰخِرَةِ	وَّ	حَسَنَةً
কল্যাণ	আখেরাতে	এবং	কল্যাণ
النَّارِ	عَذَابَ	وَّقِنَا	
জাহান্নামের	আযাব থেকে	এবং আমদের রক্ষা কর	

সর্বপ্রকার গোনাহ মাফের জন্য দোয়া

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা যালামনা আন্‌ফুসানা ওয়া ইল্লাম্ তাগ্‌ফির্‌লানা- ওয়া তার্‌হাম্‌না- লানাকূনান্না মিনাল্ খা-সিরীন।

অর্থ : হে আমাদের রব্, আমরা আমাদের নিজেদের (আত্মার) উপর যুলুম (পাপ) করেছি। তুমি যদি ক্ষমা না কর এবং রহমত না কর, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ-২৩)

শাব্দিক অর্থ

وَ اِنْ	اَنْفُسَنَا	ظَلَمْنَا	رَبَّنَا
এবং যদি	আমাদের নিজেদের (আত্মার) উপর	আমরা যুলুম (পাপ) করেছি	হে আমাদের রব্
تَرْحَمْنَا	وَ	لَنَا	لَّمْ تَغْفِرْ
রহমত (না) কর	এবং	আমাদের	ক্ষমা না কর
الْخٰسِرِيْنَ	مِنَ	لَنَكُوْنَنَّ	
ক্ষতিগ্রস্তদের	অন্তর্ভুক্ত	আমরা অবশ্যই হয়ে যাব	

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দোয়া

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বির্‌হাম্‌ হুমা কামা রাব্বাইয়্যানী ছাগীরা।

অর্থ : হে আমাদের রব্‌, তুমি আমার পিতা-মাতার উপর সেভাবে অনুগ্রহ কর, যেভাবে তারা দুজন আমাকে ছোট বেলায় লালন পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৪)

শাব্দিক অর্থ

رَبِّ	اِرْحَمْ	هُمَا
হে আমার রব্‌	অনুগ্রহ কর	তাদের দুজনের (পিতা-মাতার) উপর
كَمَا	رَبَّيَانِيْ	صَغِيْرًا
যেভাবে	তারা দুজন আমাকে লালন-পালন করেছেন	ছোটবেলায়

পর্ব-৩০ (৩০তম দিন)

পরিবার-পরিজনের জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা হাব্‌লানা মিন্‌ আঝওয়াজিনা ওয়া যুর্‌রিয়্যাতিনা কুর্‌রাতা আআ'য়্যুনিওঁ ওয়াজ্‌আ'ল্‌না- লিল্‌ মুত্তাক্বীনা ইমা-মা।

অর্থ : হে আমাদের রব্‌, আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা আমাদের চক্ষু শীতলকারী হবে এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দাও। (সূরা ফুরক্বান-৭৪)

শাব্দিক অর্থ

رَبَّنَا	هَبْ لَنَا	مِنْ اَزْوَاجِنَا	وَ ذُرِّيّٰتِنَا	قُرَّةَ
হে আমাদের রব্	আমাদের দান কর	আমাদের (এমন) স্ত্রী	ও আমাদের সন্তান সন্ততি	শীতলকারী হবে
اَعْيُنٍ	وَّ	اجْعَلْنَا	لِلْمُتَّقِيْنَ	اِمَامًا
চক্ষু	এবং	আমাদেরকে বানিয়ে দাও	মুত্তাকীদের জন্য	নেতা

হালাল উপার্জনের জন্য দোয়া / ঋণ মুক্তির দোয়া

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বিহা'লা-লিকা আ'ন্ হা'রামিকা ওয়া আগনিনী বিফাদ্‌লিকা আ'ম্মান্ সিওয়াক।

অর্থ : হে আল্লাহ্, হারাম ছাড়া তোমার দেয়া হালালকেই আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও এবং তুমি ছাড়া সবকিছু থেকে তোমার অনুগ্রহে আমাকে অভাবমুক্ত করে দাও। (তিরমিযী, মুসতাদ্‌রাকে হাকীম)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	اِكْفِنِيْ	بِحَلَالِكَ	عَنْ حَرَامِكَ
হে আল্লাহ্	আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও	তোমার (দেয়া) হালালকেই	হারাম ছাড়া
وَ اَغْنِنِيْ	بِفَضْلِكَ	عَمَّنْ	سِوَاكَ
আমাকে অভাবমুক্ত করে দাও	তোমার অনুগ্রহে	থেকে	তুমি ব্যতীত

হেদায়েতের পথে টিকে থাকার দোয়া

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা-তুঝিগ্ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাব্লানা মিল্লাদুন্কা রাহমাতান্ ইন্নাকা আন্তাল্ ওয়াহ্হা-ব।

অর্থ : হে আমাদের রব্, হেদায়েত দানের পর আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিও না, এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা। (আলে-ইমরান-৮)

শাব্দিক অর্থ

رَبَّنَا	لَا تُزِغْ	قُلُوْبَنَا	بَعْدَ
হে আমাদের রব্	বাঁকা করে দিও না	আমাদের অন্তরকে	পর
اِذْ	هَدَيْتَنَا	وَهَبْ لَنَا	مِنْ لَّدُنْكَ
যখন	তুমি আমাদের হেদায়েত দিয়েছ	দান কর আমাদেরকে	তোমার পক্ষ থেকে
رَحْمَةً	اِنَّكَ	اَنْتَ	الْوَهَّابُ
রহমত	নিশ্চয়ই তুমি	তুমি	মহান দাতা

পর্ব- ৩০ এর সমাপ্ত

(পরবর্তি পৃষ্ঠা থেকে অতিরিক্ত সংযোজন)

সবিনয় আবেদন

এই বইটি সংকলন ও প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, মানুষকে পরিশুদ্ধ জীবন্ত সালাত আদায় করতে ও পবিত্র কুরআন বুঝে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে অনুপ্রাণিত করা। তাই বইটি পড়ে আপনি উপকৃত হলে, এটি তাদের হাতে পৌঁছে দিন যারা আপনার প্রিয়জন, যারা আপনার চারপাশে আছেন, এবং যাদের আপনি কল্যাণের পথ দেখাতে চান।

আপনাদের অবগতির জন্য, এই বইটি থেকে এর সংকলক, সম্পাদক, প্রকাশক কেউ আর্থিক লাভ গ্রহন করেণ না।

- সংকলক

সহজে কুরআন থেকে যেকোন বিষয়ে তথ্য জানতে বাংলা ভাষায় এই প্রথম বিস্তারিত শব্দসূচি, কুরআন মাজীদ, তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর সহ

মু'জামুল কুরআন

প্রকাশনায়:- ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন

যোগাযোগ: ০১৭১০ ৯২৯৫২৫, ০১৮৪৯ ৪৭১২৫২

শব্দে শব্দে কুরআনের অর্থ শিখতে পড়ুন

শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ

(১ম - ১০ম খণ্ড)

অনুবাদে : মতিউর রহমান খান।

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দোয়া সমূহ

খাবার সামনে এলে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বা-রিক্ লানা ফীমা রাঝাক্বতানা ওয়াক্বিনা আযা-বান্নার।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তাতে বরকত দিন এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচান। (তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	بَارِكْ	لَنَا	فِيْمَا
হে আল্লাহ্	বরকত দিন	আমাদের জন্য	(তার) মধ্যে যা
رَزَقْتَنَا	وَقِنَا	عَذَابَ	النَّارِ
আমাদের যে রিযিক আপনি দিয়েছেন	এবং আমাদের বাঁচান	শাস্তি (হতে)	জাহান্নামের

খাবার শুরুতে

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ .

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়া আ'লা বারাকা তিল্লাহ্।

অর্থ : আল্লাহর নামে ও আল্লাহর বরকতের উপর (শুরু করছি)। (তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

بِسْمِ اللّٰهِ	وَ عَلٰى	بَرَكَةِ	اللّٰهِ
আল্লাহর নামে	এবং উপর	বরকতের	আল্লাহর

অথবা প্রথমে বলতে ভুলে গেলে

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَ اٰخِرَهٗ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু।

অর্থ : (খাবার) প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। (তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

وَ اٰخِرَهٗ	اَوَّلَهٗ	اللّٰهِ	بِسْمِ
এবং তার শেষে	তার (খাওয়ার) প্রথমে	আল্লাহর	নামে

খাবার শেষে দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ আল-হাম্‌দু লিল্লাহিল্ লাযী আত্বআ'মানা ওয়া সাক্বানা ওয়া জাআ'লানা মিনাল্ মুসলিমীন।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন এবং (আত্মসমর্পণকারী) মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। (আবু দাউদ)

শাব্দিক অর্থ

اَطْعَمَنَا	الَّذِيْٓ	لِلّٰهِ	اَلْحَمْدُ
আমাদের খাওয়ালেন	যিনি	আল্লাহর জন্য	সকল প্রশংসা

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ	وَجَعَلَنَا	وَسَقَانَا
আত্মসমর্পণ কারীদের মধ্যে	এবং আমাদের অন্তর্ভুক্ত করলেন	এবং আমাদের পান করালেন

ইফ্‌তারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা ছুম্‌তু ওয়াআ'লা রিঝ্‌ক্বিকা আফ্‌ত্বার্‌তু।

অর্থ : হে আল্লাহ্‌, আমি তোমার জন্যই রোজা রেখেছি এবং তোমার দেয়া জীবিকা দিয়েই আমি ইফ্‌তার করছি। - (আবু দাউদ)

শাব্দিক অর্থ

اَفْطَرْتُ	وَعَلٰى رِزْقِكَ	صُمْتُ	لَكَ	اَللّٰهُمَّ
আমি ইফতার করছি	এবং তোমার দেয়া জীবিকা দিয়েই	আমি রোজা রেখেছি	তোমার জন্যই	হে আল্লাহ্‌

কবর জিয়ারতের দোয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ. اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ. وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আ'লাইকুম্‌ ইয়া আহ্‌লাল্‌ কুবূরি, ইয়াগ্‌ফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম্‌, আন্‌তুম্‌ ছালাফুনা ওয়া নাহ্‌নু বিল্‌ আছারি, ওয়া ইন্না-ইন্‌শা-আল্লাহু বিকুম্‌ লা-হিক্বুনা।

অর্থ : হে কবর বাসীগণ, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের অনুসরণকারী এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌ চাইলে তোমাদের সাথে (এসে) মিলিত হবো। (তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

يَا	عَلَيْكُمْ		اَلسَّلَامُ
হে	তোমাদের উপর		শান্তি বর্ষিত হোক
اللّٰهُ	يَغْفِرُ	الْقُبُوْرِ	أَهْلَ
আল্লাহ্	ক্ষমা করুন	কবরের	অধিবাসীগণ
سَلَفُنَا	اَنْتُمْ	وَلَكُمْ	لَنَا
আমাদের পূর্বগামী	তোমরা	এবং তোমাদেরকে	আমাদেরকে
وَاِنَّآ	بِالْاَثَرِ	نَحْنَ	وَ
এবং নিশ্চয় আমরা	তোমাদের অনুসরণকারী	আমরা	এবং
لَاحِقُوْنَ	بِكُمْ	شَآءَ اللّٰهُ	اِنْ
(এসে) মিলিত হবো	তোমাদের সাথে	আল্লাহ্ চান	যদি

বাড়ি থেকে বের হবার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ أَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কাল্‌তু আ'লাল্লাহি লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা আন্ আদিল্লা আউ উদাল্লা আও আঝিল্লা আও উঝাল্লা আউ আয্‌লিমা আউ উয্‌লামা আও আজ্‌হালা আও য়্যুজ্‌হালা আ'লাইয়্যা।

অর্থ : আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি)। আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই। হে আল্লাহ্, নিশ্চয় আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যে, আমি কাউকে পথভ্রষ্ট করি অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট করা হয় অথবা আমি কারও পদস্খলন ঘটাই অথবা আমার পদস্খলন ঘটানো হয় অথবা আমি কারো উপর অত্যাচার করি অথবা আমি কারো দ্বারা অত্যাচারিত হই অথবা আমি কারো উপর মূর্খতা করি অথবা আমার উপর কেউ মূর্খতা করে।

(তিরমিযী / আব-দাউদ)

শাব্দিক অর্থ

بِسْمِ اللّٰهِ	تَوَكَّلْتُ	عَلَى اللّٰهِ	لَا حَوْلَ
আল্লাহর নামে	আমি ভরসা করছি	আল্লাহর উপর	কোন সামর্থ্য নেই
وَلَا قُوَّةَ	اِلَّا بِاللّٰهِ	اَللّٰهُمَّ	اِنِّيْ
এবং কোন শক্তি নেই	আল্লাহ্ ব্যতীত	হে আল্লাহ্	নিশ্চয় আমি
اَعُوْذُبِكَ	اَنْ أَضِلَّ	اَوْ اُضَلَّ	اَوْ اَزِلَّ
তোমার কাছে আশ্রয় চাই	যে আমি কাউকে পথভ্রষ্ট করি	অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট করা হয়	অথবা আমি কারও পদস্খলন ঘটাই
اَوْ اُزَلَّ	اَوْ اَظْلِمَ	اَوْ اُظْلَمَ	اَوْ اَجْهَلَ
অথবা আমার পদস্খলন ঘটানো হয়	অথবা আমি কারো উপর অত্যাচার করি	অথবা আমি কারো দ্বারা অত্যাচারিত হই	অথবা আমি কারো উপর মূর্খতা করি
اَوْ	يُجْهَلَ	عَلَيَّ	
অথবা	কেউ মূর্খতা করে	আমার উপর	

বাড়িতে প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ. بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খাইরাল্ মাওলিজি ওয়া খাইরাল্ মাখ্রাজি। বিস্মিল্লাহি ওয়ালাজ্না ওয়া বিস্মিল্লাহি খারাজ্না ওয়া আ'লা- -ল্লাহি রাব্বানা তাওয়াক্কাল্না।

অর্থ : হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার কাছে প্রবেশ স্থানের কল্যাণ ও বের হওয়ার স্থানের কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহর নামেই প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামেই বের হলাম এবং আল্লাহরই উপর, হে আমাদের রব, আমরা ভরসা করলাম।

শাব্দিক অর্থ

خَيْرَ	اَسْئَلُكَ	اِنِّى	اَللّٰهُمَّ
কল্যাণ (উত্তম)	আমি তোমার কাছে কামনা করছি	নিশ্চয় আমি	হে আল্লাহ্
بِسْمِ اللّٰهِ	اَلْمَخْرَجِ	وَخَيْرَ	اَلْمَوْلِجِ
আল্লাহর নামেই	বের হওয়ার স্থানের	ও কল্যাণ	প্রবেশ স্থানের
وَعَلٰى	خَرَجْنَا	وَبِسْمِ اللّٰهِ	وَلَجْنَا
এবং উপর	আমরা বের হলাম	এবং আল্লাহর নামেই	আমরা প্রবেশ করলাম
تَوَكَّلْنَا		رَبَّنَا	اللّٰهِ
আমরা ভরসা করলাম		হে আমাদের রব্	আল্লাহরই

সফরে বের হওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِيْ الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্আলুকা ফী ছাফারিনা হাযাল্ বির্‌রা ওয়া ত্তাক্বওয়া ওয়ামিনাল্ আ'মালি মা-তার্‌দা। আল্লাহুম্মা হাওউয়িন আ'লাইনা ছাফারানা হা-যা ওয়া ত্বইলানা বুউ'দাহু। আল্লাহুম্মা আন্তাছ্ ছা-হিবু ফিস্ সাফারি ওয়াল্ খালীফাতু ফিল্ আহ্‌লি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিন্ওঁ ওয়া'ছাইস্ সাফরি ওয়া কা'বাতিল্ মান্‌যারি ওয়া ছূইল্ মুনক্বালাবি ফিল্ মা-লি ওয়াল্ আহ্‌লি।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমাদের এই সফরে তোমার নিকট নেক ও পরহেজগারিতা কামনা করি এবং যে কাজে তুমি সন্তুষ্ট তা প্রার্থনা করি। তুমি আমাদের এ সফর সহজ কর এবং এর দূরত্ব লাঘব কর। হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের সফর সঙ্গী এবং পরিবারের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ্, আমরা তোমার নিকট এ সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং তা হতে প্রত্যাবর্তন করে ধন-সম্পদের ক্ষতি ও পরিবার-পরিজনের দু:খ-কষ্ট দেখা হতে আশ্রয় চাই।

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	اِنَّا	نَسْئَلُكَ	فِىْ
হে আল্লাহ্	নিশ্চয় আমরা	তোমার নিকট চাই	মধ্যে
سَفَرِنَا	هٰذَا	الْبِرَّ	وَالتَّقْوٰى
আমাদের সফরে	এই	নেক	পরহেজগারিতা
وَمِنَ الْعَمَلِ	مَا	تَرْضٰى	اَللّٰهُمَّ
এবং কাজে	যে / যা	তুমি সন্তুষ্ট	হে আল্লাহ্

هٰذَا	سَفَرَنَا	عَلَيْنَا	هَوِّنْ
এই	আমাদের সফর	আমাদের উপর	সহজ কর
اَنْتَ	اَللّٰهُمَّ	بُعْدَهُ	وَاطْوِلَنَا
তুমি	হে আল্লাহ্	এর দূরত্ব	এবং আমাদের জন্য লাঘব কর
وَالْخَلِيْفَةُ	السَّفَرِ	فِي	الصَّاحِبُ
এবং প্রতিনিধি	সফর	মধ্যে	সঙ্গী
اَعُوْذُبِكَ	اِنِّيْ	اَللّٰهُمَّ	فِيْ الْاَهْلِ
তোমার নিকট আশ্রয় চাই	নিশ্চয় আমি	হে আল্লাহ্	পরিবারের মধ্যে
الْمُنْظَرِ	وَكَآبَةِ	السَّفْرِ	مِنْ وَّعْثَاءِ
দৃশ্য	এবং খারাপ	এ সফরের	কষ্ট হতে
وَالْاَهْلِ	فِي الْمَالِ	الْمُنْقَلَبِ	وَسُوْءِ
পরিবার-পরিজনের	ধন-সম্পদের মধ্যে	প্রত্যাবর্তন	ক্ষতি

যানবাহনে উঠার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

উচ্চারণ ঃ আল-হাম্দুলিল্লাহ্। সুব্হানাল্ লাযী সাখ্খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না- লাহু মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না- ইলা রাব্বিনা লামুন্ক্বালিবূন্।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা এর উপর ক্ষমতাবান ছিলাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। (তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	سُبْحَانَ	الَّذِيْ	سَخَّرَ
সকল প্রশংসা আল্লাহর	পবিত্র সেই সত্তা	যিনি	অনুগত করে দিয়েছেন
لَنَا	هٰذَا	وَمَا كُنَّا	لَهٗ
আমাদের জন্য	এটিকে	এবং আমরা ছিলাম না	এর উপর

مُقْرِنِيْنَ	وَ اِنَّا	اِلٰى	رَبِّنَا	لَمُنْقَلِبُوْنَ
ক্ষমতাবান	এবং নিশ্চয় আমরা	নিকট	আমাদের রবের	নিশ্চয় প্রত্যাবর্তনকারী

নৌযানে আরোহনের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি মাজ্‌রেহা ওয়া মুর্‌সাহা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর রাহীম।

অর্থ : আল্লাহরই নামে এর গতি এবং স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

بِسْمِ	اللّٰهِ	مَجْرٖهَا	وَ مُرْسٰهَا
নামে	আল্লাহর	এর গতি	এবং এর স্থিতি
اِنَّ	رَبِّىْ	لَغَفُوْرٌ	رَّحِيْمٌ
নিশ্চয়	আমার রব্‌	ক্ষমাশীল	দয়ালু

যানবাহন থেকে নামার দোয়া

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বি আন্‌ঝিল্‌নী মুন্‌ঁঝালাম্‌ মুবারাকাওঁ ওয়া আন্তা খাইরুল্‌ মুন্‌ঁঝিলীন্‌।

অর্থ : হে আমার রব্‌, আপনি আমাকে বরকতের স্থানে অবতরণ করান। এবং আপনিই উত্তম অবতরণ করানেওয়ালা। (তিরমিযী / আবু দাউদ)

শাব্দিক অর্থ

رَبِّ	اَنْزِلْنِىْ	مُنْزَلًا	مُّبَارَكًا
হে আমার রব্‌	আমাকে অবতরণ করান	অবতরণ	বরকতের স্থানে
وَّ	اَنْتَ	خَيْرُ	الْمُنْزِلِيْنَ
এবং	আপনি	উত্তম	অবতরণ করানেওয়ালা

কাপড় পরিধানের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ۔

উচ্চারণ ঃ আল-হাম্‌দু লিল্লাহিল্‌ লাযী কাসানী হা-যাছ্‌ ছাওবা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন্‌ গাইরি হাওলিম্‌ মিন্নী ওয়া লা-কুউওয়াহ্‌।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং শক্তি ও সামর্থ ছাড়াই তিনি আমাকে তা দান করেছেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্‌, তিরমিযী।)

শাব্দিক অর্থ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	الَّذِيْ	كَسَانِيْ	هٰذَا الثَّوْبَ
সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য	যিনি	আমাকে পরিধান করিয়েছেন	এই পোষাক
وَرَزَقَنِيْهِ	مِنْ غَيْرِ	حَوْلٍ مِّنِّيْ	وَلَا قُوَّةَ
এবং তা আমাকে দান করেছেন	ছাড়াই	আমাকে সামর্থ	এবং শক্তি ছাড়াই

ঘুমানোর পূর্বের দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيٰى

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়্যা।

অর্থ : হে আল্লাহ্‌, আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই নামে জীবিত হই। (তিরমিযী।)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	بِاسْمِكَ	اَمُوْتُ	وَ اَحْيٰى
হে আল্লাহ্‌	তোমার নামে	আমি মৃত্যু বরণ করি	এবং আমি জীবিত হই

ঘুমানোর পূর্বের দোয়া (অন্য একটি)

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ক্বিনী আ'যা-বাকা ইয়্যাওমা তাব্‌আ'ছু ঈ'বা-দাকা।

অর্থ : হে আল্লাহ্‌, আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা কর, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরায় উত্থিত করবে। (তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	قِنِيْ	عَذَابَكَ	يَوْمَ تَبْعَثُ	عِبَادَكَ
হে আল্লাহ্	আমাকে বাঁচাও /রক্ষাকর	তোমার আযাব (থেকে)	যেদিন তুমি উত্থিত করবে	তোমার বান্দাদের

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ ঃ আল-হাম্দুলিল্লাহিল্ লাযী আহ্ইয়ানা বাআ'দামা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর্।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	الَّذِيْ	اَحْيَانَا
সকল প্রশংসা	আল্লাহ্র জন্য	যিনি	আমাদের জীবিত করেছেন
بَعْدَ مَا	اَمَاتَنَا	وَ اِلَيْهِ	النُّشُوْرُ
পরে	আমাদের মৃত্যুর	এবং তারই দিকে	আমাদের ফিরে যেতে হবে

পায়খানায় প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَآئِثِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল্ খাবা-ইছ্।

অর্থ : হে আল্লাহ্, নিশ্চয় আমি তোমার কাছে পুরুষ শয়তান সমূহ ও মহিলা শয়তান সমূহ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (বুখারী, মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

اَعُوْذُبِكَ	اِنِّيْ	اَللّٰهُمَّ
তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি	নিশ্চয় আমি	হে আল্লাহ্
وَ الْخَبَآئِثْ	الْخُبُثِ	مِنَ
এবং মহিলা শয়তান সমূহ	পুরুষ শয়তান সমূহ	থেকে

পায়খানা হতে বের হবার সময় দোয়া

غُفْرَانَكَ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِيْ -

উচ্চারণ ঃ গুফ্‌রা-নাকা, আল-হাম্‌দু লিল্লাহিল্ লাযী আয্‌হাবা আ'ন্নীল্ আযা- ওয়া আ'ফা-নী।

অর্থ : আপনার কাছে ক্ষমা চাই। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তুকে দূর করেছেন এবং আমাকে সুখ দান করেছেন।

(তিরমিযী, আবু দাউদ)

শাব্দিক অর্থ

الَّذِيْ	لِلّٰهِ	اَلْحَمْدُ	غُفْرَانَكَ
যিনি	আল্লাহর জন্য	সকল প্রশংসা	আপনার কাছে ক্ষমা চাই
وَعَافَانِيْ	الْاَذٰى	عَنِّى	اَذْهَبَ
এবং আমাকে সুখ দান করেছেন	কষ্টদায়ক বস্তুকে	আমার থেকে	দূর করেছেন

হাঁচি দিলে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আল-হাম্‌দু লিল্লাহ্। **অর্থ :** সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

(বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ
সকল প্রশংসা	আল্লাহর জন্য

হাঁচির জবাবে

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

উচ্চারণ ঃ ইয়ার্‌হামুকাল্লাহ্‌।

অর্থ: আল্লাহ্‌ তাআ'লা তোমাকে রহমত দান করুন। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

يَرْحَمُكَ	اللّٰهُ
তোমাকে রহমত দান করুন	আল্লাহ্‌ তাআ'লা

হাঁচিদাতা তারপর বলবে

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ

উচ্চারণ ঃ ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউছ্‌লিহু বা-লাকুম্‌।

অর্থ: আল্লাহ্‌ তাআ'লা তোমাদেরকে হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা মঙ্গলময় করুন। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

يَهْدِيْكُمُ	اللّٰهُ	وَ يُصْلِحُ	بَالَكُمْ
তোমাদেরকে হেদায়াত দান করুন	আল্লাহ্‌ তাআ'লা	মঙ্গলময় করুন	তোমাদের অবস্থা

কাজের শুরুতে দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহ্‌।

অর্থ : আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
(আবু দাউদ)

শাব্দিক অর্থ

بِسْمِ	اللّٰهِ
নামে	আল্লাহর

কাউকে সালাম দিতে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালা-মু আ'লাইকুম্‌ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহু।

অর্থ : তোমাদের উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত (বর্ষিত হোক)।
(বুখারী, মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

اَلسَّلَامُ	عَلَيْكُمْ	وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ	وَ بَرَكَاتُهٗ
শান্তি (বর্ষিত হোক)	তোমাদের উপর	এবং আল্লাহর রহমত	এবং তাঁর বরকত

সালামের জবাবে

وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ

উচ্চারণ ঃ ওয়া আ'লাইকুমুস্‌ সালা-মু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহু।

অর্থ : এবং তোমাদের উপরও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত (বর্ষিত হোক)। (বুখারী, মুসলিম)

শাব্দিক অর্থ

وَ بَرَكَاتُهٗ	وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ	اَلسَّلَامُ	وَعَلَيْكُمْ
এবং তাঁর বরকত	এবং আল্লাহর রহমত	শান্তি (বর্ষিত হোক)	এবং তোমাদের উপরও

ভবিষ্যতে কোন কাজের ইচ্ছা প্রকাশে

اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

উচ্চারণ ঃ ইন্‌শা-আল্লাহ্‌।

অর্থ : আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করেন। (সূরা কাহাফ- ২৪)

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُ	شَآءَ	اِنْ
আল্লাহ্‌	ইচ্ছা করেন	যদি

আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে বা শুনলে

سُبْحَانَ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাল্লাহ্‌।

অর্থ : আল্লাহ্‌ পবিত্র।

শাব্দিক অর্থ

اللّٰهِ	سُبْحَانَ
আল্লাহ্‌	পবিত্র

আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আল-হাম্‌দু লিল্লাহ্‌।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর। (আবু দাউদ)

ভাল উদ্দ্যোগে

مَا شَاءَ اللّٰهُ

উচ্চারণ ঃ মা-শা- আল্লাহ্‌।

অর্থ : আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন। (সূরা কাহাফ-৩৯)

শাব্দিক অর্থ

مَا	شَاءَ	اَللّٰهُ
যাহা / যা	ইচ্ছা করেন	আল্লাহ্‌

ধন্যবাদ জ্ঞাপনে

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

উচ্চারণ ঃ জাঝা-কাল্লাহু খাইরা।

অর্থ : আল্লাহ্‌ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। (তিরমিযী)

শাব্দিক অর্থ

جَزَا	كَ	اللّٰهُ	خَيْرًا
প্রতিদান (দান করুন)	তোমাকে	আল্লাহ্‌	উত্তম

বিদায়ের সময়

فِيْ اَمَانِ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ ফী আমা-নিল্লাহ্।

অর্থ : আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে।

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهِ	اَمَانِ	فِيْ
আল্লাহর	নিরাপত্তার	মধ্যে

ধৈর্য ধারনে

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ তাওয়াক্কাল্‌তু আ'লাল্লাহ্।

অর্থ : আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি।

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهِ	عَلَى	تَوَكَّلْتُ
আল্লাহ্	উপর	আমি ভরসা করছি

আল্লাহ্‌র নাফরমানী দেখলে

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ নাউযু বিল্লাহ্।

অর্থ : আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

শাব্দিক অর্থ

بِاللّٰهِ	نَعُوْذُ
আল্লাহর কাছে	আমরা আশ্রয় চাচ্ছি

বিপদে বা মৃত্যু সংবাদ শুনে

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّـآ اِلَـيْـهِ رَاجِعُوْنَ

উচ্চারণ ঃ ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রা-জিঊ'ন্।

অর্থ : নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা বাক্বারা-১৫৬)

শাব্দিক অর্থ

اِنَّا	لِلّٰهِ	وَاِنَّـآ	اِلَـيْـهِ	رَاجِعُوْنَ
নিশ্চয় আমরা	আল্লাহর জন্য	এবং নিশ্চয় আমরা	তাঁরই দিকে	প্রত্যাবর্তন-কারী

পরিশিষ্ট - ১

ইস্তিখারা (কল্যাণ কামনা)

মুমিনের জীবনে ইস্তিখারার গুরুত্ব ও পদ্ধতি

ইস্তিখারা হচ্ছে মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি পরামর্শের শামিল। ইস্তিখারা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূল (সা:) সাহাবাগণকে পবিত্র কুরআনের সূরা শিক্ষা দেয়ার ন্যায় ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন। মানুষ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানে না। সে তার কাজের চূড়ান্ত পরিণাম সম্পর্কেও জানে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যিনি পুরোপুরি জানেন, মানুষের শক্তি সামর্থ সম্পর্কেও যিনি সম্পূর্ণ অবগত, যিনি মানুষের ভালমন্দ করার ক্ষমতা রাখেন, সে মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি পরামর্শ করা ও তাঁর সাহায্য নেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করাটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই মহান আল্লাহর সাথে পরামর্শ করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত নেয়াটা ছিল রাসূল (সা:) এর রীতি ও সাহাবা কেরামের নিয়মিত আমল। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি, বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, ঘর-বাড়ী, জমি ক্রয়-বিক্রয় এমনি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কাজে সিদ্ধান্ত নিতে আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশনা ও সাহায্য পেতে হলে ইস্তিখারার কোন বিকল্প নেই।

ইস্তিখারা সম্পর্কে সহীহ বুখারীর একটি হাদীস :-

হযরত জাবির (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) আমাদেরকে বিভিন্ন কাজে ইস্তখারা করা এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, "তোমাদের কেউ কোন কাজ করার মনস্থ করলে সে যেন দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করে, অতঃপর বলে (এ দু'আটি যেন পড়ে) "হে আল্লাহ্, আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কুদরতের মাধ্যমে সামর্থ কামনা করছি, আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা আপনিই ক্ষমতাবান, আমার ক্ষমতা নেই। আপনি জানেন, আমি জানি না এবং আপনিই অদৃশ্য বিষয়ের সবকিছু অবগত রয়েছেন। হে আল্লাহ্, আপনি জানেন এ কাজটি (প্রার্থিত বিষয়) যদি আমার দ্বীন, জীবিকা ও চূড়ান্ত ফলাফল বিবেচনায় কল্যাণকর হয় তাহলে এটা আমাকে দান করুন এবং এটা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং তাতে আমাকে বরকত দিন। আর আপনি জানেন, যদি এ কাজটি আমার দ্বীন, জীবিকা ও চূড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকে ক্ষতিকর হয় তাহলে এ কাজটি আমার থেকে দূর করুন এবং এ কাজ হতে আমাকে দূরে রাখুন এবং যাতে আমার কল্যাণ রয়েছে সেটাই আমাকে দান করুন এবং তাতে আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন।" এবং এ দোয়া করার সময় নিজের প্রয়োজনীয় কাজটির নাম উল্লেখ করবে। (বুখারী)

ইস্তিখারা করার নিয়ম :

ইস্তিখারার নিয়ম হলো প্রথমে দুই রাকাআত নফল সালাত পড়তে হবে। অতঃপর উপরের হাদীসে বর্ণিত দু'আটি এভাবে পড়তে হবে;

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرُ -

এ পর্যন্ত পড়ে সংশ্লিষ্ট কাজটির নাম উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর দু'আর নীচের অংশটুকু পড়তে হবে -

خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَقَدِّرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىْ الْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِىْ بِهٖ -

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করছি আপনার কুদরতের মাধ্যমে সামর্থ কামনা করছি, আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা আপনিই ক্ষমতাবান, আমার ক্ষমতা নেই। আপনি জানেন, আমি জানি না এবং আপনিই অদৃশ্য বিষয়ের সবকিছু অবগত রয়েছেন। হে আল্লাহ্, আপনি জানেন এ বিষয়টি (এখানে ইস্তিখারাকারী সংশ্লিষ্ট বিষয়টির নাম উল্লেখ করবেন) যদি আমার দ্বীন, জীবিকা ও চূড়ান্ত ফলাফল বিবেচনায় কল্যাণকর হয় তাহলে এটা আমাকে দান করুন এবং এটা আমার জন্য সহজ করে দিন। আর আপনি জানেন এ বিষয়টি (কাজটির নাম উল্লেখ করবেন) যদি আমার দ্বীন, জীবিকা ও চূড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকে ক্ষতিকর হয় তাহলে এ বিষয়টি আমার থেকে দূর করুন এবং এ বিষয় হতে আমাকে দূরে রাখুন এবং যাতে আমার কল্যাণ রয়েছে সেটাই আমাকে দান করুন এবং তাতে আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন।

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُمَّ	اِنِّىْ	اَسْتَخِيْرُ	كَ	بِعِلْمِكَ
হে আল্লাহ্	নিশ্চয় আমি	কল্যাণ কামনা করছি	আপনার নিকট	আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে
وَاَسْتَقْدِرُكَ	بِقُدْرَتِكَ	وَاَسْئَلُكَ	مِنْ فَضْلِكَ	الْعَظِيْمِ
এবং আপনার সামর্থ্য কামনা করছি	আপনার ক্ষমতার মাধ্যমে	এবং আপনার কাছে প্রার্থনা করছি	আপনার অনুগ্রহ থেকে	মহান
فَاِنَّكَ	تَقْدِرُ	وَلَا اَقْدِرُ	وَتَعْلَمُ	وَلَا اَعْلَمُ
কেননা আপনিই	ক্ষমতাবান	এবং আমার ক্ষমতা নেই	এবং আপনি জানেন	এবং আমি জানি না
وَاَنْتَ	عَلَّامُ	الْغُيُوْبِ	اَللّٰهُمَّ	اِنْ كُنْتَ
এবং আপনি	অবগত রয়েছেন	অদৃশ্য বিষয় সমূহ	হে আল্লাহ্	যদি আপনি

تَعْلَمُ	اَنَّ	هٰذَا	الْاَمْرَ	خَيْرٌ	لِّىْ	فِىْ دِيْنِىْ
জানেন	যে	এই	বিষয়টি	কল্যাণকর হয়	আমার জন্য	আমার দ্বীনের ব্যাপারে

শাব্দিক অর্থ

وَمَعَاشِىْ	وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ	فَقَدِّرْهُ لِىْ	وَيَسِّرْهُ لِىْ	ثُمَّ
এবং আমার জীবিকার জন্য	এবং চূড়ান্ত ফলাফল	এটা আমাকে দান করুন	এটা আমার জন্য সহজ করে দিন	আর (অতঃপর)
بَارِكْ لِىْ	فِيْهِ	وَاِنْ كُنْتَ	تَعْلَمُ	اَنَّ
আমার জন্য বরকতময় করুন	এ কাজের মধ্যে	এবং যদি আপনি	আপনি জানেন	যে
هٰذَا الْأَمْرَ	شَرٌّ لِّىْ	فِىْ دِيْنِىْ	وَمَعَاشِىْ	وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ
এ বিষয়টি	আমার জন্য ক্ষতিকর	আমার দ্বীনের জন্য	এবং আমার জীবিকার	এবং চূড়ান্ত ফলাফল বিবেচনায়
فَاصْرِفْهُ	عَنِّىْ	وَاصْرِفْنِىْ	عَنْهُ	وَاقْدِرْ لِىْ
তাহলে দূর করুন তা	আমার থেকে	আমাকে দূরে রাখুন	তা থেকে (এ বিষয় থেকে)	এবং আমাকে দান করুন
الْخَيْرِ	حَيْثُ كَانَ	ثُمَّ	أَرْضِنِىْ	بِهِ
উত্তম	যাতে (আমার কল্যাণ) রয়েছে	অতঃপর	আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন	তাতে

ইস্তিখারার ফলাফল

নফল সালাত ও দু'আ শেষে ইস্তিখারাকারী নির্দিষ্ট কাজটির ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত অনুভব করতে পারেন কিংবা কাজটি তার জন্যে সহজ হয়ে যেতে পারে। তিনি জাগ্রত অবস্থায় কিংবা স্বপ্নেও কোন ইঙ্গিত পেতে পারেন। কোন ইঙ্গিত তাৎক্ষণিকভাবে না পেলে পরবর্তীতেও পেতে পারেন। এভাবে যতক্ষণ বা যতদিন তিনি কোন ইঙ্গিত না পান ততদিন ইস্তিখারা করতে থাকবেন। উল্লেখ্য, আল্লাহর হক নষ্টকারী বা নিয়মিত হারাম ভক্ষণকারীর ইস্তিখারা সাধারণতঃ কবুল হয় না।

পরিশিষ্ট - ২

ই'তিকাফ - লাইলাতুল ক্বদর প্রাপ্তি ও আত্মশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়

ই'তিকাফের শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা। শরীয়তের পরিভাষায়, পুরুষের জন্যে নিয়্যতসহ সংসার জীবনের নানা ব্যস্ততা হতে মুক্ত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর ঘর মসজিদে নির্দিষ্ট অবস্থানকে ই'তিকাফ বলা হয়। আর মহিলাদের জন্যে ই'তিকাফ হল, নিয়্যতসহ ঘরের ভিতর নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট কোন স্থানে অবস্থান করা।

সহীহ হাদীসের একাধিক সূত্র থেকে জানা যায়, মহানবী (সাঃ) রামাযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। মাহে রামাযানের সবচেয়ে রবকতময় রাত হলো লাইলাতুল ক্বদর। এ রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রামাযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করলে 'লাইলাতুল ক্বদরের' ফজীলত লাভের আশা করা যায়। বস্তুতঃ মহানবী (সাঃ) লাইলাতুল ক্বদরের ব্যাপারে খুবই উদগ্রীব ছিলেন। তিনি সারা রামাযানেই ইবাদতে মশগুল থাকতেন তবে বিশেষ করে রামাযানের শেষ দশদিনে তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিতেন। ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত; রাসূল (সাঃ) রামাযান মাসের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন (মুসলিম)। রাসূল (সাঃ) যে বছর ইন্তেকাল করেন সে বছর তিনি ২০ দিন ই'তিকাফ করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী (সাঃ) রামাযান মাসের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন এবং এটা অব্যাহত ছিল যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জান কব্জ করেন।

ই'তিকাফের অত্যধিক গুরুত্বের কারণেই রাসূল (সাঃ) রাষ্ট্র পরিচালনার মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজসহ যাবতীয় কাজ থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যেক রামাযান মাসের শেষ দশদিন মসজিদে ই'তিকাফে মশগুল হতেন। রাসূল (সাঃ) সাহাবীদেরও ই'তিকাফ করার জন্যে বিশেষ তাকীদ দিতেন। মুসলমানদের উচিত ই'তিকাফের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। ই'তিকাফকারী ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্তে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইবাদতে নিয়োজিত রাখবে এবং দুনিয়ার কাজ-কর্ম থেকে দূরে থাকবে। ই'তিকাফের আদব হল, নেকির কথা ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা, বেশী বেশী নফল সালাত আদায় করা, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত, অধ্যয়ন ও মুখস্ত করা, হাদীস পাঠ করা, ইলম শিক্ষা করা, যিকির করা, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও অন্যান্য নবীর সীরাত ও ইসলামী গ্রন্থাদি পড়া ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট - ৩

তাহাজ্জুদ : আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

তাহাজ্জুদের সালাত মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। কেউ আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য লাভ করতে চাইলে সাফল্যের উচ্চ শিখরে উঠতে চাইলে তাহাজ্জুদ তার সর্বোত্তম মাধ্যম।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা:) কে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, "রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ পড়ুন, এটা আপনার জন্য নফল। শীঘ্রই আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌছে দেবেন।" (সূরা আল ইসরা-৭৯) আল্লাহ আরো বলেন, "তারা রাতের কম সময় শুয়ে থাকে এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (সূরা আয-যারিয়াত-১৭)। প্রিয় বান্দাদের প্রশংসা করে আল্লাহ্ বলেন, 'যারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ও সিজদাবনত হয়ে রাত্রি জাগরণ করে'।
(আল ফুরকান-৬৪)

হযরত বিলাল (রা:) থেকে বর্ণি : রাসূল (সা:) বলেছেন, "তোমরা রাত্রি জাগরণ কর, কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক বান্দাদের অভ্যাস ছিল। এটা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্যে পৌছে দেবে। তোমাদের গুনাহ মাফের উপায়, পাপ থেকে দূরে রাখার মাধ্যম এবং শরীরের রোগ দূরকারী।" (তিরমি ী)

রাসূল (সা:) দিনে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকতেন আর গভীর রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন তিনি তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যেতেন। অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর দুটি পা ফুলে উঠত। তখন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী তাঁকে বলতেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা:), আপনি কি ঘুমাবেন না?" তখন তিনি বলতেন, "হে আয়েশা! ঘুমের দিন শেষ হয়ে গেছে"। সাহাবায়ে কেরামও রাসূল (সা:)-এর আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে দিনের বেলায় ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন করার লক্ষ্যে ঘোড়ায় চড়ে দিগ্বিদিক ছুটতেন আর রাতের বেলায় জায়নামাযে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁরা ছিলেন رُهْبَانُ اللَّيْلِ وَ فُرْسَانُ النَّهَارِ (অর্থাৎ- দিনের বেলায় ঘোড়সাওয়ার আর রাতে তাহাজ্জুদগুজার।) এ জন্য সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে সাহায্য আসত।

সালাতে তাহাজ্জুদের নিয়ম

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) তাহাজ্জুদ সালাতের সূচনা করতেন দু'রাকাত সংক্ষিপ্ত সালাত আদায়ের মাধ্যমে।

রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে তারপর ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত পড়তে হয়। তাহাজ্জুদ সালাতের মাসনূন সময় হলো, এশার সালাত আদায়ের পর কিছু সময় ঘুমিয়ে অর্ধ রাতের পর ঘুম থেকে উঠে সালাতে দাঁড়ানো। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) কখনো মধ্যরাতে, কখনো তার কিছু আগে বা পরে ঘুম থেকে উঠতেন, মিস্ওয়াক করতেন এবং অযু করে সালাত পড়তেন।

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা:) কে রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর রামাযান মাসের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- রাসূলুল্লাহ্ (সা:) রামাযান মাসে কিংবা অন্য কোন সময়ে রাতের বেলা এগার রাকআতের বেশী সালাত পড়তেন, প্রথম চার রাকআতে তিনি এমনভাবে পড়তেন যে তার স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য সম্পর্কে আর কি জিজ্ঞেস করবে? তারপর আরো চার রাকআত পড়তেন। তার স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য সম্পর্কে আর কি জিজ্ঞেস করবে? এরপর তিনি আরো তিন রাকআত সালাত পড়তেন। আয়েশা (রা:) বলেন- আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা:) আপনি কি ঘুমানোর পূর্বেই বিতর সালাত পড়েন? জবাবে তিনি বললেন, হে আয়েশা, আমার চোখ দুটি ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। (মুসলিম)

এ হাদীস অনুযায়ী তাহাজ্জুদের সালাত হচ্ছে- চার রাকাত করে আট রাকাত। সবশেষে তিন রাকাত বিতর। এছাড়া দুই দুই রাকাত করে পড়ার বর্ণনা এসেছে। ইব্নে উমর (রা:) হতে বর্ণিত; একব্যক্তি নবী (সাঃ) এর নিকট রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন; রাতের সালাত দুই দুই (রাক'আত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফজর হওয়ার আশংকা করে, সে যেন এক রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। আর সে যে সালাত আদায় করল, তা তার জন্য বিতর হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

তাহাজ্জুদের সালাতের ব্যাপারে এ ছাড়াও আরো অনেক হাদীস রয়েছে। তার আলোকে তাহাজ্জুদের সালাত দুই দুই রাকাত করে (১২) বার রাকাত পড়া যায়। তাহাজ্জুদের সালাতে দীর্ঘ কেরাআত, দীর্ঘ সময় রুকু ও সেজদা করা এবং ধীরে ধীরে পড়া উত্তম।

আয়াতুল কুর্‌সী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی
الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا
یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَئُوْدُهٗ
حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, লা-তা খুজুহু ছিনাতুঁউ ওয়ালা নাউম, লাহু মা-ফিস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আর্‌দ। মান্‌জাল লাজী ইয়াশফাউ ই'নঁদাহু ইল্লা বিইজনিহী, ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা- খাল্‌ফাহুম, ওয়ালা- ইয়ুহীতূনা বিশাই-ইম্‌ মিন ই'লমিহী ইল্লা-বিমা-শা-আ, ওসি'আ কুরছিই উস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌দ। ওয়ালা- ইয়াউদুহু হিফঝুহুমা, ওয়া হুওয়াল আ'লিইউল আঝীম।

অর্থঃ আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাহারই। কে সে, যে তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ব করিতে পারে না। তাহার কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষন তাহাকে ক্লান্ত করে না, আর তিনি সর্বউচ্চ,

শাব্দিক অর্থ

اَللّٰهُ	لَآ	اِلٰهَ	اِلَّا	هُوَ
আল্লাহ্‌	নাই	কোন ইলাহ	ছাড়া/ব্যতীত	তিনি
اَلْحَیُّ	الْقَیُّوْمُ	لَا تَاْخُذُهٗ	سِنَةٌ	وَّلَا
চিরঞ্জীব	সর্ব সত্তার ধারক	স্পর্শ করতে পারে না	তন্দ্রা	এবং না

শাব্দিক অর্থ

نَوْمٌ	لَهٗ	مَا	فِى	السَّمٰوٰتِ
ঘুম	তাঁরই জন্য	যা কিছু	মধ্যে (আছে)	আকাশ সমূহের
وَمَا	فِى	الْاَرْضِ	مَنْ	ذَا
এবং যা কিছু	মধ্যে (আছে)	পৃথিবীর	কে	সে (এমন)
الَّذِىْ	يَشْفَعُ	عِنْدَ	هٗ	اِلَّا
যে	সুপারিশ করবে	কাছে	তাঁর	ব্যতীত
بِاِذْنِ	هٖ	يَعْلَمُ	مَا	بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
অনুমতি	তাঁর	তিনি জানেন	যা (আছে)	তাদের সামনে
وَمَا	خَلْفَهُمْ	وَلَا	يُحِيْطُوْنَ	بِشَىْءٍ
এবং যা কিছ	তাদের পিছনে	এবং না	তারা আয়ত্ব করতে পারে	সামান্য কিছুও
مِّنْ	عِلْمِ	هٖ	اِلَّا	بِمَا
হতে	ইল্‌ম	তাঁর	এ ছাড়া	যা
شَآءَ	وَسِعَ	كُرْسِيُّ	هُ	السَّمٰوٰتِ
তিনি চান	বিস্তৃত	আসন (কর্তৃত্ব)	তাঁর	আকাশ সমূহ
وَالْاَرْضَ	وَلَا	يَئُوْدُ	هٗ	حِفْظُ
ও পৃথিবীতে	এবং না	ক্লান্ত করে	তাঁকে	রক্ষনা বেক্ষন
هُمَا	وَ	هُوَ	الْعَلِىُّ	الْعَظِيْمُ
এ দুটোর	এবং	তিনি	সর্বোচ্চ (সত্ত্বা)	মহান

কুরআন শিক্ষা অত্যন্ত সহজ

আল্লাহ্ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমরা কুরআনকে শিক্ষা (উপদেশ) গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। তোমাদের মধ্যে শিক্ষা (উপদেশ) গ্রহণকারী কেউ আছ কি ?" ক্বামার- ১৭, ২২, ৩২, ৪০

কুরআনকে আল্লাহ্ বিস্ময়কর ভাবে সহজ করেছেন

মদীনায় যে কুরআন হিফ্জ করা হয় তার পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬০০, প্রতিটি পৃষ্ঠায় লাইন - ১৫, প্রতিটি লাইনে শব্দ প্রায় - ৯, প্রতিটি পৃষ্ঠায় মোট শব্দ প্রায় - ১৩০, সুতরাং আলকুরআনে সর্বমোট শব্দ প্রায় (১৩০x ৬০০) = ৭৮,০০০।

বিস্ময়কর তথ্য

সূরা ফাতিহায় যতগুলো শব্দ আছে, তা সমগ্র কুরআনে প্রায় ৭,৫০০ বার এসেছে, যা সর্বমোট শব্দের প্রায় ১০%। সুতরাং কুরআনে প্রায় প্রতি ১০ম শব্দ সূরা ফাতিহা থেকে এসেছে।

কুরআন কত সহজ !

শুধু তাই নয়, আমরা সালাতে যা পড়ি, সূরা ফাতিহা, দোয়া, তাসবীহ্ যাতে মূল প্রায় ১২৫ শব্দ আছে, যা প্রায় ৪০,০০০ বার কুরআনে এসেছে, যা মোট শব্দের ৫০% অর্থাৎ কুরআনের প্রতি ২য় শব্দ ।

আল্লাহ্ বিস্ময়কর ভাবে কুরআনকে আমাদের জন্য সহজ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ-

কুরআন অধ্যয়নে শব্দের পুনরাবৃত্তি **(Repeatation)**

১ম পারা -প্রতি পৃষ্ঠায় নতুন শব্দ- ২০, প্রতি পৃষ্ঠায় মোট শব্দ - ১৩০, সুতরাং প্রতি পৃষ্ঠায় পুনরাবৃত্তি **(Repeatation)** - ১১০। ২য় থেকে ৫ম পারা - প্রতি পৃষ্ঠায় নতুন শব্দ- ১২। ৬ষ্ঠ থেকে ২৮ তম পারা - প্রতি পৃষ্ঠায় নতুন শব্দ- ৬। ২৯ ও ৩০ পারায় - প্রতি পৃষ্ঠায় নতুন শব্দ- ১২। অতএব, প্রতি পৃষ্ঠায় পুনরাবৃত্তি **(Repeated)** শব্দ আমাদের কুরআন শিক্ষাকে সহজ করে দেয়।

আমাদের করণীয়

১) কুরআনকে কুরআনের ভাষায় শিখতে ও বুঝতে দৃঢ় সংকল্প **(Firm determination)** করি।

২) প্রতিদিন কিছু সময় (কমপক্ষে ৩০ মিনিট) আল কুরআন অধ্যয়ন করি ।

৩) আল কুরআনকে আমাদের নিজেদের বিষয় **(Subject)** এর মত করে অধ্যয়ন করি।

৪) কুরআনকে সহজ করে দিতে আল্লাহর কাছে বিনীত ভাবে দোয়া করি। 'আমরা আল্লাহর দিকে হাঁটতে শুরু করলে আল্লাহ্ আমাদের দিকে দৌড়ে আসবেন'। আল-হাদিস।

সহযোগি কুরআন ও ওয়েবসাইট

১) শব্দার্থে আল কুরআনুল মজিদ - মতিউর রহমান খান

২) শব্দে শব্দে আল কুরআন - মওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

৩) তাওযীহুল কুরআন - আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

৪) **corpus.quran.com**

৫) **www.allahsquran.com**

৬) **www.understandquran.com**

৭) **www.ourholyquran.com**